খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

ভাষার রঙে বসন্ত

- ● বাংলা ভাষা–শহর ও গ্রামে
- ● বাংলা পৃথিবীর অন্যতম বহুল ব্যবহৃত ভাষা
- ● শ্রী মা, মাতৃভাষা ও বসন্তের রঙ
- ● রাধাকৃষ্ণ ও বসন্ত উৎসবের সম্পর্ক

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001
74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

TERAI NURSING INSTITUTE

APPROVED BY WBNC & INC

"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন

Free Addmission in Nursing GNM Course

Contact us for more information

☎ **99331-76656**

www.terainursing.com

জন্ম

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮

প্যারিস, ফ্রান্স

মিরা আলফাসা (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮---১৭ই নভেম্বর ১৯৭৩) তাঁর অনুগামীদের কাছে ‘ **দ্য মাদার**’ বা **শ্রীমা** নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু, জাদুবিদ্যাবিদ এবং শ্রীঅরবিন্দের একজন সহযোগী। **শ্রীঅরবিন্দ** তাঁকে তাঁর সমান যোগসাধক মর্যাদার মনে করতেন। তাঁকে তিনি **দ্য মাদার বা শ্রী মা** নামেই ডাকতেন। তিনিই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং **অরোভিলকে** একটি সার্বজনীন শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

“ একদিনে যে কেউ তার নিজের স্বভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার ইচ্ছার সাথে বিজয় অবশ্যই আসবে। ”--শ্রীমা

“সদিচ্ছা এবং বিশ্বাস থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।”--শ্রীমা

DIVINE LIFE FOUNDATION
(A CENTRE FOR RESEARCH & STUDY ON INTEGRAL YOGA OF SRI AUROBINDO)
NANI GOPAL MANSION ,GROUND FLOOR ,MILAN PALLY ,SILIGURI
TIMINGS : MONDAY & WEDNESDAY (7 P.M TO 9 P.M),CONTACT NO. SECRETARY 9434046158

NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

A MULTI SPECIALITY NURSING HOME

DR. G. B. DAS, MD
SENIOR CONSULTANT
GYNAECOLOGIST

DR. VINAYAK DAS, MS
LAPAROSCOPIC SURGEON &
FETAL MEDICINE SPECIALIST

Prof. BENU GOPAL DAS
MS (ORTHO)
ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST
PROFESSOR, Dept. of Orthopaedics, MGM Medical College, Kishanganj
SILIGURI SCAN CENTRE 3, Rash Behari Sarani, Tel : 0353-2430689

SENIOR CONSULTANT

Dr. H. N. AGARWALA, MD, SENIOR CONSULTANT GYNAECOLOGIST
Dr. P. B. ROY, MBBS, TRAINED IN LAPAROSCOPIC SURGERY
PROF. DR. HAFIZUR RAHMAN, DNB, DGO, FICOG

CONSULTANT GYNAECOLOGIST ATTENDING THIS NURSING HOME

Dr. SAILESH ROY, MS
Senior Gynaecologist
Laparoscopic & Onco Surgeon
Dr. Suparna Roy, MD
Dr. Vineeta Gupta, MD
Dr. Mallika Mukherjee, DGO
Dr. J. K. Jha, DGO, Senior Gynaecologist

NEONATOLOGISTS & PAEDIATRICIANS

Dr. SANJAY CHOWDHURY, MD
Dr. GOPAL KHEMKA, MD
Dr. NABIN BISWAS, DNB
Dr. ARKYA SAHA, MD

LAPAROSCOPIC SURGEONS

Dr. SAILAJA GUPTA, MS
Dr. RAJARSHI GUHA, MS

EMERGENCY & BOOKING

RECEPTION NO.
+91 97332-77777
+91 80160-84200
TOLL-FREE NO.
1800-1200-00-123

AMMONIOCENTESIS - FOR DETECTION OF ABNORMALITY OF FOETUS BY

Dr. VINAYAK DAS

OUR SERVICES :

- Gynaecology
- Delivery
- General Surgery
- Laparoscopy Surgery
- Orthopaedic
- Advance Neonatal Care
- Level III NICU
- Pediatric
- High-tech USG
- Fetal Medicine
- Genetic Testing
- Pathological Laboratory
- Pharmacy
- Newborn & Child Vaccination

OPD WILL BE CLOSED ON THURSDAY & SUNDAY
FOR AMBULANCE CONTACT-Mr. ASIT, M : 9832035221

RAMKRISHNA IVF CENTRE

(A Unit of True Value Fertility Care Pvt. Ltd.)
Nazrul Sarani, Pakurtala More, Ashrampara, Siliguri | Contact No. 74073 24618

DR. RITUPARNA DAS M.D.
INFERTILITY SPECIALIST

Facilities Available :

IVF | IUI | OVUM DONATION | EGG SHARING | EMBRYO DONATION
ICSI | TESA | PESA | SURROGACY | SEMEN BANK | EMBRYO FREEZING
SEMEN ANALYSIS | ULTRASONOGRAPHY FOR IVF, IUI

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT FOR ANY QUERY
RECEPTION : 80160 84200, 97332 77777, TOLL FREE NO. 1800120000123
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAM PARA, SILIGURI
email : ramkrishnanurshinghome@yahoo.in/ drgbdas_rknh@yahoo.co.in | website : www.nrkss.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

Special Issue

1st Feb.-31st March 2026 **LANGUAGE DAY & HOLI**

ভাষার রঙে বসন্ত, ৮ ও ১৮ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২৬ ভাষার রঙে বসন্ত

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ   (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাপ্পালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kr. Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

বাংলা পৃথিবীর অন্যতম বহুল ব্যবহৃত ভাষা..সুব্রত দাশগুপ্ত.........০৩
বাংলা ভাষা-শহর ও গ্রামে.................বিপ্লব চক্রবর্তী.................০৫
শ্রী মা, মাতৃভাষা ও বসন্তের রঙ.................বাপি ঘোষ..............০৬
ডিজিটাল যুগে কি বাংলা ভাষা হারিয়ে যাবে...প্রণয় সরকার.........০৮
ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদারের বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন..স্মৃতিকনা মজুমদার....১০
কেন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস...নীতিশ বসু..১৬
রাঙা বসন্তের ঃ পলাশ-শিমূলে রঙিন প্রকৃতির প্রেমগাঁথা...পাপ্পালি চক্রবর্তী.....১৮
দোলযাত্রায় বয়স্কদের পায়ে আবীর কেন.................সোমা দাস....১৮
লোকগান, কীর্তন ও দোল ঃ রঙে-সুরে বসন্তের মিলন....সোমা দাশগুপ্ত........১৯
দোলযাত্রার ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক দিক...........নন্দিতা ভৌমিক....১৯
রাধাকৃষ্ণ ও বসন্ত উৎসবের সম্পর্ক.........অঙ্কিতা রায়চৌধুরী......২০
দোল পূর্ণিমায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আর্বিভাব..ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীভক্তি নিলয় জনার্দন.......২৩
দোল, হোলি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু..ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ.....২৪
দোল-হোলিতে সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা.... জি বি দাস...২৫
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..........মুসাফীর.............২৬
কিভাবে টিকে থাকবে বাংলা ভাষা........আশীষ ঘোষ.................২৭
রঙে ভক্তি, রঙে ঐতিহ্য-দোল ও হোলির বহুমাত্রিক তাৎপর্য..নির্মল কুমার পাল.........২৮
শ্রীমায়ের বাণী সমূহ...২৯

ঃঃ কবিতা ঃঃ

বাংলা ভাষার স্মরণীয় দিন.................অর্চনা মিত্র........................২০
আমার ভাষা বাংলাভাষা.................ড. অসমঞ্জ সরকার..............২১
আমার মাতৃভাষা.................কমলা সরকার...............................২১
একুশের শ্রদ্ধাঞ্জলি.................ড. দুলাল দত্ত...............................২২
অমর একুশ.......................................অর্চনা মিত্র........................২৮
বসন্তের আগমন..........................কবিতা বনিক.......................২৮
ঈশ্বর যেন ধনবান থাকেন..........................অশোক পাল..........৩০

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রী মা-র আবির্ভাব তিথি,
শ্রী অরবিন্দের হ্লাদিনী শক্তি..২২
কৌস্তভ বিশ্বাসের ছাদবাগান ৩০
অশুভের পরাজয়, শুভ শক্তির জয়বার্তা-হোলি ও গৌড়
পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বার্তা শিলিগুড়ির ইসকন সভাপতির................৩১
একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রীমা-র আবির্ভাব তিথি-শ্রী অরবিন্দের
সাধনায় আধ্যাত্মিক শক্তির অনন্য প্রতীক..................................৩২

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

সম্পাদকীয়

ভাষার রঙে বসন্ত

ফাল্গুনের হাওয়া বইলেই মন জেগে ওঠে। কোকিলের ডাক, শিমুল-পলাশের আগুনরাঙা রুপ, আর আবিরের রঙে রাঙানো আকাশ--বসন্ত মানেই নতুন করে বেঁচে ওঠার আনন্দ। কিন্তু বাঙালির বসন্ত শুধু রঙের উৎসব নয়, তার শুরু এক গভীর স্মরণে-- একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগে। ভাষা আমাদের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও চেতনার মূল ভিত্তি। ১৯৫২ সালের সেই ঐতিহাসিক দিনে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় যে তরুন প্রাণগুলি ঝরে গিয়েছিল, তাদের রক্তে রাঙানো পথেই আজ আমরা গর্বভরে বাংলা বলি, লিখি, স্বপ্ন দেখি। তাই বসন্তের রঙের আগে আসে ভাষার রং--শ্রদ্ধা, গৌরব ও দায়িত্ববোধের রং।

আজকের ডিজিটাল যুগে ভাষা আরও বিস্তৃত, আরও বহুমাত্রিক। সামাজিক মাধ্যম, অনলাইন সংবাদ, ই-পত্রিকা--সবখানেই ভাষার ব্যবহার দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের স্রোতে দাঁড়িয়ে আমাদের দায়িত্ব ভাষার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করা। ভাষা যেন কেবল যোগাযোগের মাধ্যম না হয়ে ওঠে, বরং হয়ে উঠুক ভাবের গভীরতা ও সংস্কৃতির ধারক।

দোল ও হোলির উৎসব আমাদের শেখায় ভেদাভেদ ভুলে এক হওয়ার পাঠ। নানা রঙের আবির যেমন মিলেমিশে এক সুর তৈরি করে, তেমনি নানা মত, নানা সংস্কৃতি ও নানা ভাষার মানুষ একত্রে গড়ে তোলে আমাদের সমাজ। বসন্তের এই রং তাই সাম্যের, সম্প্রীতির ও সহমর্মিতার প্রতীক। ভাষার রঙে বসন্ত বিশেষ সংখ্যায় আমরা সেই চেতনাকেই ধারণ করতে চেয়েছি-- যেখানে ভাষার মর্যাদা ও জীবনের উচ্ছ্বাস একসাথে ধ্বনিত হয়। এই সংখ্যা হোক আত্মবিশ্বাসের, সৃজনশীলতার এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের এক ছোট প্রয়াস।

এই বসন্তে প্রতিজ্ঞা করি-- আমরা ভাষাকে ভালোবাসবো, তাকে মর্যাদা দেবো এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তার শুদ্ধ ও সমৃদ্ধ রুপ তুলে ধরবো। কারণ ভাষা বাঁচলে সংস্কৃতি বাঁচবে, আর সংস্কৃতি বাঁচলে সমাজ থাকবে জীবন্ত ও মানবিক।

ভাষার রঙে রাঙুক মন, বসন্তের হাওয়ায় ভরে উঠুক নতুন আশার গান।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
ফোন ঃ ৮৬৩৭৫৪৫১৭৮

অর্চনা মিত্র
কবি ও সমাজসেবিকা
রেড্ডি স্মৃতি ফাউন্ডেশন
প্রধান নগর, বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি।

বাংলা পৃথিবীর অন্যতম বহুল ব্যবহৃত ভাষা

সুব্রত দাশগুপ্ত (রায়গঞ্জ)

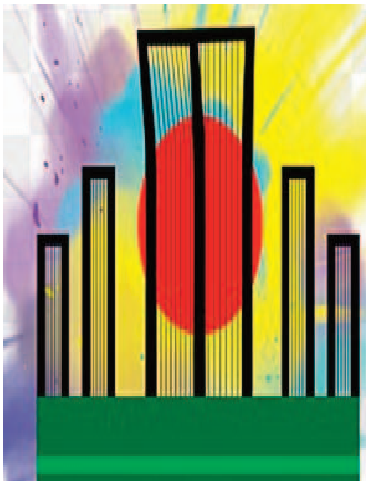

বিশ্বে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা , ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সরকারি ভাষা, এছাড়াও আসাম, ঝাড়খন্ড , আন্দামানসহ বহু জায়গায় ব্যবহৃত বাংলা ভাষা। সাহিত্য,গান, সিনেমা , সংবাদমাধ্যম-- সব জায়গাতেই বাংলা সক্রিয়। যে ভাষায় এত মানুষ কথা বলে , সেই ভাষা হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। এই দিক থেকে বাংলা খুই নিরাপদ।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষন থেকে শুরু করে আধুনিক লেখকরাও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। গান, কবিতা, নাটক, সিনেমা-- সব জায়গায় বাংলা জীবন্ত।

ভাষা তখনই টিকে থাকে, যখন তা দিয়ে মানুষ ভালোবাসা, প্রতিবাদ, হাসি, কান্না-- সব প্রকাশ করতে পারে। বাংলা সেটা আজও পারে।

আগে ভয় ছিলো ইন্টারনেট এলে সবাই ইংরেজিতে চলে যাবে। কিন্তু বাস্তবে কি হয়েছে? ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ-- সব জায়গায় বাংলা কনটেন্ট বাড়ছে। আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম, ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ-- বাংলা খবর ও মতামতের বড় ক্ষেত্র তৈরি

With Best Compliments From :~
MOB. : 7992269542

M/s. BINOD KUMAR AGARWAL
GENERAL MERCHANT & COMMISSION AGENT

Market Yard, Shop No. C/13, Gulabbagh
PURNEA (BIHAR) pIN - 854326

করেছে। সাধারণ মানুষ এখন মোবাইলে বাংলায় লিখছেন, পড়ছেন, কথা বলছেন। স্থানীয় খবর, মানুষের কথা, মাটির ভাষা-- এসবই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে।সেইদিক থেকে সংবাদমাধ্যমের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এখন বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এটা পরিস্কার বলা যায়, ডিজিটাল যুগ শুরু হলেও বাংলা হারিয়ে যাচ্ছে না, বরং নতুন রুপে ছড়িয়ে পড়ছে। এরমধ্যেও কিন্তু চিন্তার দিক রয়েছে। যেমন ভাষার মধ্যে ইংরেজির মিশ্রন। শহুরে জীবনে এখন 'বাংলিশ' খুব সাধারণ। " আমি একচুয়েলি ওকে কল করেছিলাম"-- এই ধরনের ভাষা বাড়ছে। এতে ভাষা বদলাচ্ছে, সরলতা কমছে। আগে গল্পের বই , উপন্যাস পড়া ছিলো খুব সাধারণ। এখন অনেকেই শুধু ছোটো ভিডিও দেখে-- দীর্ঘ লেখা পড়ার ধৈর্য্য কমছে। ভাষার গভীরতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা এখানেই। স্কুলে বাংলার গুরুত্ব কমছে। অনেক অভিভাবক ভাবেন, ' ইংরেজি জানলেই ভবিষ্যৎ ভালো।'। ফলে শিশুরা বাংলায় ভাবতে, লিখতে, সাহিত্য পড়তে কম আগ্রহী হচ্ছে। ভাষা তখনই দুর্বল হয়, যখন নতুন প্রজন্ম তাকে ব্যবহার না করে, শুধু পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে ফেলে।

ভাষা মরে না, বদলায়। একটা বড় সত্যি হলো-- ভাষা কখনও স্থির থাকে না। বাংলাও বদলাচ্ছে, বদলাবে। নতুন শব্দ আসবে, পুরনো শব্দ হারাবে। উচ্চারন পাল্টাবে। এটা ধ্বংস নয়, এটা ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন। যতদিন মানুষ বাংলায় ভালোবাসবে, রাগ করবে, গান গাইবে, গল্প করবে--ততদিন বাংলা বেঁচে থাকবে। বাংলা ভাষা বিপন্ন নয়, কিন্তু দায়িত্বহীন হলে দুর্বল হতে পারে। আমরা যদি-- বাংলায় কথা বলি, বাংলায় লিখি, শিশুদের বাংলা বই পড়তে উৎসাহ দিই, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষাকে সম্মান করি। তাহলে বাংলা শুধু বেঁচেই থাকবে না, আরও শক্তিশালী হবে। ভাষা আসলে শব্দ না, এটা পরিচয়--স্মৃতি, মাটি আর মানুষের আত্মা। আর বাংলা সেই দিক থেকে এখনও খুব জীবন্ত, খুব উর্বর, খুব আবেগময়।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ

দোল যাত্রা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ইসকন শিলিগুড়ি মন্দিরের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা ।

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস
সভাপতি,
শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির
SRI SRI RADHA MADHAV SUNDAR MANDIR

বাংলা ভাষা -- শহর ও গ্রামে

বিপ্লব চক্রবর্তী(জলপাইগুড়ি)

শহর আর গ্রামের বাংলা-- দুটোই বাংলা। কিন্তু স্বাদ, ভঙ্গি আর ব্যবহারে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। এটা বিভাজন নয়, বরং ভাষার বৈচিত্র্য।

শব্দচয়ন প্রসঙ্গে যদি বলি তবে শহরের বাংলায় ইংরেজি মিশ্রন বেশি। যেমন ‘ মিটিং আছে ’, ‘ফাইলটা মেইল করো’। ‘আজকে খুব প্রেশার’-- এইসব শব্দ বা বাক্যে আধুনিক পেশা, প্রযুক্তি, অফিসকেন্দ্রিক বিষয় প্রতিফলিত হয় ভাষাতে।কিন্তু গ্রামে যদি যান তবে দেখবেন দেশজ শব্দ বেশি। যেমন ‘ আজ মাঠে কাজ আছে’।‘ধান কাটা হবে’। ‘বাজারে হাট বসেছে’। যেখানে প্রকৃতি, কৃষি, লোকজীবনের বিষয় রয়েছে সেখানে একরকম শব্দের আধিক্য। শহুরে বাংলা ‘গ্লোবাল’, গ্রামের বাংলা বেশি ‘মাটির গন্ধওয়ালা’।

শহুরে ভাষায় উচ্চারন বা টান বইয়ের ভাষার কাছাকাছি। তাতে টান কম আছে শব্দ উচ্চারন ছোট করে বলা হয়--সংক্ষিপ্ত। যেমন ‘ কি করছো ? ’। আবার গ্রামে আঞ্চলিক টান স্পষ্ট, তাতে ধ্বনি বদলে যায়। যেমন ‘কোথায় যাস ?’ বা কোথথে যাস? অথবা করবে, করবি, করমু ইত্যাদি। ভাষার মধ্যেই রয়েছে সেখানে সুর। শহরের বাংলার গঠনে ছোট বাক্য ব্যবহার হয়, বাক্যর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় দ্রুত, কাজকেন্দ্রক কথা। অত সময় নেই। ‘ আমি পরে ফোন করছি। ‘‘ওটা এখন দরকার নেই।’ গ্রামীন বাংলাতে দেখা যায় বাক্য বলার সময় গল্প বলার ভঙ্গি রয়েছে এবং একই কথা একটু ঘুরিয়ে আবেগ দিয়ে বলার প্রবনতা। যেমন, ‘ এইটা এখন না হলেও চলতো, পরে করলেই হতো।’ ‘ ও তো সকালে বেরিয়ে গেলো, এখনো ফেরেনি রে’।

গ্রামীন বাংলা ভাষা বেশি আলাপী কিন্তু শহুরে ভাষা বেশি সংক্ষিপ্ত। শহরের ভাষাতে আবেগ প্রকাশের ধরন সংযত-- ‘ভালো লাগছে’, ‘ ঠিক আছে’। গ্রামের ভাষা বেশি প্রানবন্ত। ‘দারুন লাগলো রে!’। ‘ ওমা, কী যে খুশি হলাম!’। গ্রামের ভাষায় আবেগ জড়ানো রয়েছে কিন্তু শহরের ভাষায় মূল তথ্যটুকুই থাকে।তবে মজার বিষয় হলো গ্রামের তরুনরা এখন মোবাইল ও সোস্যাল মিডিয়ার কারনে শহুরে ভাষা শিখছে। আর শহরের মানুষ লোকগান, রিল, ইউটিউবের মাধ্যমে গ্রামীন শব্দও শিখছে। মানে ফারাক থাকলেও দুদিকেই ভাষা মিশছে। শহরের বাংলা দেয় আধুনিকতা, গ্রামের বাংলা দেয় শিকড়। দুটো মিলেই ভাষা পূর্ণ হয়। যে ভাষায় ‘প্রেজেন্টেশন’ যেমন আছে, তেমনি ‘পাটক্ষেতের আল’ও আছে-- সেই ভাষাই বেঁচে থাকে। শহর ও গ্রামের বাংলার ফারাক আসলে সমৃদ্ধির লক্ষণ। একটা ভাষা যত বেশি রঙিন, তত বেশি শক্তিশালী।

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন — সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

শ্রী মা , মাতৃভাষা ও বসন্তের রঙ

বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

আত্মার জাগরন থেকে মানবতার উৎসব ২১শে ফেব্রুয়ারি-- এই তারিখটি এক অনন্য তাৎপর্য বহন করে। একদিকে এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা শহিদ দিবস, ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গের স্মরণে বিশ্বজুড়ে পালন করা এক গভীর অনুভবের দিন। অন্যদিকে এই দিনেই আবির্ভাব হয়েছিল এক মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব , শ্রী মা মীরা আলফাসার, যিনি মানবচেতনার বিকাশ ও অন্তর্লোকের জাগরনের এক অনন্য পথপ্রদর্শক। প্রায় একই সময়ে প্রকৃতির কোলে ধরা দেয় বসন্ত--রঙ,নবজাগরণ ও ভালোবাসার ঋতু, যার উচ্ছ্বাস ধরা পড়ে বসন্ত উৎসব ও হোলির আনন্দে।

১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্যারিসে জন্মগ্রহন করেন মীরা আলফাসা, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী ও আধ্যাত্মিক সাধনসঙ্গিনী হিসেবে শ্রী মা নামে বিশ্বজোড়া পরিচিত হন। তিনি কেবল একজন সাধিকা নন, ছিলেন এক বিশ্বজননী ভাবনার ধারক।তাঁর বিশ্বাস ছিল-- মানবজীবন শুধুমাত্র ভৌত অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ নয়,প্রতিটি মানুষের অন্তরে রয়েছে এক দিব্য সম্ভাবনা, যা সাধনা , সচেতনতা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বিকশিত হতে পারে।

পন্ডিচেরীর শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে তিনি শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প চর্চা ও সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এমন এক জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে শিক্ষা মানে শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, বরং চরিত্র, চেতনা ও আত্মার বিকাশ। তাঁর শিক্ষা ছিল--"নিজেকে জানো, নিজের ভেতরের আলোকে জাগাও, আর সেই আলো দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলো। "

আত্মপরিচয়ের প্রথম সেতু যে ভাষায় মানুষ প্রথম মা বলে ডাকে,

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড – অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

যে ভাষায় স্বপ্ন দেখে, হাসে, কাঁদে-- সেই মাতৃভাষা মানুষের আত্মপরিচয়ের মূলভিত্তি। ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ আমাদের শিখিয়েছে-- ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মমর্যাদার প্রতীক।

শ্রী মার জীবনদর্শনের সঙ্গে মাতৃভাষার এই চেতনার এক গভীর মিল রয়েছে। তিনি সবসময় বলতেন , প্রতিটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি ও আত্মার বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের শিকড়কে অস্বীকার করে সত্যিকারের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা মানে নিজের অস্তিত্বকে সম্মান জানানো।

প্রকৃতি ও প্রাণের নবজন্ম ফাল্গুনের হাওয়ায় যখন শীতের জড়তা কাটে, গাছে গাছে নতুন পাতা আসে, পলাশ-শিমূলে রাঙা হয় পথ--তখনই আসে বসন্ত। এই ঋতু শুধু প্রকৃতির নয়, মানুষের মনেও নিয়ে আসে নতুন স্বপ্ন, নতুন শক্তি। বসন্ত উৎসব আমাদের শেখায়--জীবন মানে পুনর্জন্মের আনন্দ, সৃজনশীলতার উচ্ছ্বাস। রবীন্দ্রনাথের বসন্তোৎসব যেমন রঙ, গান ও নৃত্যের মাধ্যমে মানুষকে একত্র করে, তেমনই শ্রী মার শিক্ষাও মানুষকে ভেতরের বসন্ত খুঁজে নিতে বলে-- অন্তরের অন্ধকার সরিয়ে আলোকে আহ্বান করতে।

হোলি মানেই রঙের খেলা, হাসি আর মিলনের উৎসব। সামাজিক বিভাজন, অহঙ্কার বা দূরত্ব ভুলে মানুষ মানুষকে রঙে রাঙিয়ে দেয়-- এ যেন এক প্রতীকী বার্তা, আমরা সবাই একই জীবনের অংশ। শ্রীমার দৃষ্টিতে মানবতা ছিল এক অবিভাজ্য সত্তা। তাঁর জীবনদর্শনও শেখায়-- ভেদ নয়, ঐক্য--সংঘাত নয়, সহযোগিতা-- অন্ধকার নয়, চেতনার রঙে রাঙানো জীবন।

২১শে ফেব্রুয়ারি তাই কেবল একটি তারিখ নয়-- এদিন ভাষার আত্মমর্যাদা, আধ্যাত্মিক জাগরণ ও আসন্ন বসন্ত উৎসবের নবপ্রাণ একসূত্রে গাঁথা। শ্রী মা মীরা আলফাসার আবির্ভাব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের প্রকৃত বিকাশ ভেতর থেকে শুরু হয়। ভাষা দিবস শেখায় শিকড়কে ভালোবাসতে। বসন্ত ও হোলি শেখায় জীবনের রঙ উদযাপন করতে। সবমিলিয়ে এই সময় আমাদের আহ্বান জানায়-- নিজের ভাষাকে ভালোবাসি, নিজের অন্তরের আলো জাগাই, আর মানবতার রঙে রাঙাই পৃথিবীকে।

বসন্ত উৎসবের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
SILIGURI WALLPAPER
LED BOARD & FLEX PRINT
CRYSTAL GLASS PAINTING
U-V MARBLE SHEET
FOME SHEET
PVC FLOORING
FLOOR MAT
T-SHIRT PRINT
WALL PAPER
ARTIFICIAL GRASS
Subhaspally Bazar, Corporation Building Complex, 1st Floor, Opp. State Bank ATM, Siliguri , Ph.: 89181-92521, 98323-96619

ডিজিটাল যুগে কি বাংলা ভাষা হারিয়ে যাবে ?

প্রণয় সরকার (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

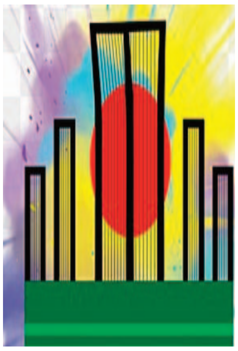

ডিজিটাল যুগে মাতৃভাষা হারিয়ে যাবে-- এমন ভয় অনেকেই পান। কিন্তু বাস্তব ছবি অনেক বেশি জটিল, চ্যালেঞ্জপূর্ণ--তবু আশাব্যঞ্জক।

শুরুর দিকে মনে হয়েছিল--ইন্টারনেট হলো ইংরেজির সমান। ফলে ছোট ভাষাগুলো হারিয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উল্টো দিকও আছে। আজ মানুষ গুগলে, ইউটিউবে, ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে নিজের ভাষায় কনটেন্ট খুঁজছে। কারণ মানুষ চিন্তা করে মাতৃভাষায়, আবেগ প্রকাশ করে মাতৃভাষায়। তাই ডিজিটাল যুগ মাতৃভাষার জন্য মরণফাঁদ নয়, বরং বিশাল মঞ্চ।

মোবাইলই হয়ে উঠেছে মাতৃভাষার নতুন বই। আগে ভাষা টিকতো বই, পত্রিকা, চিঠিতে। এখন টিকে আছে--ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব ভিডিও, শর্টস, রিল, ভয়েস মেসেজ, লোকাল নিউজ পোর্টাল এর মাধ্যমে। একজন গ্রামবাংলার মানুষও আজ মোবাইলে নিজের ভাষায় কথা বলছেন, লিখছেন, ভিডিও বানাচ্ছেন। এটাই ভাষার বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় শক্তি--ব্যবহার।

আজ লোকাল কনটেন্টের বিস্ফোরন ঘটেছে ।ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বড় শহরের ভাষা নয়,স্থানীয় ভাষা ও উপভাষাকেও জায়গা দিয়েছে। যেমন--গ্রামের রান্না, লোকগান, আঞ্চলিক কৌতুক,স্থানীয় খবর--এসব লাখ লাখ মানুষ দেখছে ।ফলে আগের যে ভাষা শুধু এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ।কিন্তু বিপদ একেবারেই নেই তা কিন্তু বলা যাবে না। যে ভাষায় ডিজিটাল কনটেন্ট

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার
তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলবো না
বাংলা ভাষার জন্য তোমার লড়াই আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে।
তোমায় জানাই প্রণাম, তোমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার
ও সদস্যবৃন্দ
বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি

তৈরি হচ্ছে না, সেগুলো দ্রুত হারিয়ে যেতে পারে। ইন্টারনেনেটে জায়গা না পেলে ভাষা নতুন প্রজন্মের জীবন থেকে সরে যায়।

এখন অনেকেই পুরো মাতৃভাষায় কথা না বলে আধা ইংরেজি আধা স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। এতে ভাষা বদলায়-- কখনও সমৃদ্ধ হয়,কখনও দুর্বল হয়। তাছাড়া ভিডিওর যুগে দীর্ঘ লেখাপড়া কমছে ।ফলে ভাষার গভীরতা , শব্দভান্ডার, সাহিত্যচর্চা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ আই এখন অনুবাদ করছে,লিখে দিচ্ছে ।ভয়েস তৈরি করছে। এটা যেমন বিপদ আবার সুযোগও তৈরি করছে। যেমন ছোট ভাষায় লেখা সহজ হচ্ছে। লোকাল কনটেন্ট দ্রুত তৈরি করা যাচ্ছে। ভাষা প্রযুক্তির অংশ হয়ে টিকে থাকছে। যে ভাষা প্রযুক্তির সাথে যুক্ত হবে সেই ভাষাই ভবিষ্যতে শক্তিশালী থাকবে।

এখন প্রশ্ন হলো ভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কার ওপরে। বলা যায় এবিষয়ে সরকার, প্রযুক্তি কোম্পানি তারা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ভাষাভাষী মানুষের। যদি আমরা -- মাতৃভাষায় লিখি, মাতৃভাষায় ভিডিও তৈরি করি, শিশুদের মাতৃভাষার গল্প শোনাই লোকাল বা স্থানীয় সংস্কৃতিকে ডিজিটালে তুলে ধরি তবে ভাষা শুধু বাঁচবে না, নতুন শক্তি পাবে।

ভাষা তখনই মরে যখন তার ব্যবহার বন্ধ হয়। কোনো ভাষা একদিনে মরে না, মরে ধীরে ধীরে। যখন বাবা-মা সন্তানকে সেই ভাষায় কথা বলা বন্ধ করে , যখন লেখক লেখা বন্ধ করে, যখন মিডিয়া অন্য ভাষায় সরে যায় তখনই সমস্যা তৈরি হয় ভাষা নিয়ে। এখন ডিজিটাল যুগে সুযোগ আছে-- ভাষাকে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর।

ডিজিটাল যুগ মাতৃভাষার শত্রু নয়, এটা একটা পরীক্ষা। যে ভাষা ডিজিটালে জায়গা করে নেবে, কনটেন্ট তৈরি করবে,নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করবে-- সেই ভাষা আগামী শতাব্দীতেও বেঁচে থাকবে ।মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির হাতে নয়, আমাদের কীবোর্ড, ক্যামেরা আর কণ্ঠের হাতে।

তিরোধান ১০ই জানুয়ারি, ২০২৩ (ইং)

জয় বঙ্গ জয় ভারত

—ঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ—

স্বর্গীয় ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার
লণ্ডন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক
বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও
কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

বাংলা ভাষা বিলুপ্তকরণ ও বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রগন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন

ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদারের বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন

স্মৃতিকণা মজুমদার

(বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি)

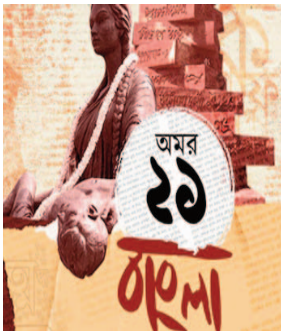

২০০১ সালে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি ডাক্তার মজুমদার সিদ্ধান্ত নিলেন শুধু ডাক্তারি নয়, এখন থেকে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হবে বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও বঙ্গভূমি রক্ষা করা। ঘুমন্ত বাঙালিকে জাগ্রত করার জন্য এবং বাঙালি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নতুন আদর্শ ও দাবি নিয়ে পথে নামেন ।তাঁর প্রধান আদর্শ হলো, ‘আমি বাঙালি, বাংলা আমার মাতৃভাষা--- এই আমার আত্মপরিচয় ।আমি নিজেকে বাঙালি বলে গর্ববোধ করি, তা আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন।’ এবং ‘ বাংলা ভাষা , বাঙালি জাতি এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমির অখন্ডতা রক্ষা করার মৌলিক আদর্শই হবে আমাদের অনন্তকালের লড়াই’।

একেই বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং এইরকমই এক বাঙালি জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের পুর্নজাগরনের সূচনা করেন ডাক্তার মজুমদার।

বাঙালি জাতিয়তাবাদী ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ থেকে এলেও বাঙালি তা তার জাতীয় জীবনে কোনোভাবেই ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পরে বেশিরভাগ বাঙালি ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বভারতীয় হয়ে ওঠে ।এবং নিজের আত্ম-পরিচয় ভুলতে থাকে। কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকে দেখা যায় বাংলার ওপর এক সর্বগ্রাসী আগ্রাসন শুরু হয়। একদিকে

With Best Compliments From :

Kirrty

KAUSTAV BISWAS
B.E. (EEE)
Partner
M : 8391846988 (O)
9434875203

Reg. Office
Ashram Para
Nazrul Sarani
Siliguri-1

Corporate Office
Ananda Mangal Square
S.F. Road
Siliguri-734005

contactkirrty@gmail.com
kaustavbiswas@gmail.com

হিন্দি ভাষার আগ্রাসন অন্যদিকে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের অনুপ্রবেশের আগ্রাসন। সর্বোপরি ভিন্ন ভাষাভাষীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু হয় হিন্দি সিনেমার মাধ্যমে ।মুম্বাইয়ে তৈরি হিন্দি সিনেমা সারা ভারতে বিশেষ করে বাংলায় সুনামি তোলে ।ফলে বাংলার মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজ ভুলে যায় তাদের নিজস্ব ভাষা ও আত্মপরিচয় ।এরপর আসতে থাকে রামনবমী,হিন্দি দিবস পালন, ছট পুজো, হনুমান পূজা এবং সদ্য শুরু হয়েছে গণেশ পুজো। দুর্গা, কালীপুজোর মতো মহা ধুমধামের সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় গণেশ পুজো হচ্ছে। এসব কখনোই বাঙালি জাতীয় জীবনের কোনো অংশেই ছিল না। হিন্দি ভাষা, হিন্দি সংস্কৃতি বাঙালি জাতীয় জীবনে চাপিয়ে দেওয়ার এক প্রয়াস অনেকদিন ধরেই শুরু হয়েছে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করে বাঙালি জাতিসত্ত্বা ও জাতি গৌরববোধের বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। কারন জাতিসত্তার বিকাশ সাধন করাই আত্ম-রক্ষার একমাত্র পথ ।তার অভাবে আজও বাঙালি জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারেনি। এই কাজটি করাই প্রধান কর্তব্য ও মুখ্য দায়িত্ব ছিলো বাংলার সব সরকার ও দলের। কিন্তু তা তারা করেননি।

ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার এইসব কথা বারবার বলে গিয়েছেন জোরের সঙ্গে। তাঁর আন্দোলন প্রধানত দুটি সমান্তরাল পথে চলেছে, একটি বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে রক্ষা করা , দ্বিতীয়ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ গোর্খল্যান্ড বিরোধী আন্দোলন।

ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদারের বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন শুরু হয় ২০০১ সাল থেকে। রেলে বাংলা চাই নামে তাঁর একটি লেখা সেই সময় প্রকাশিত হয় শিলিগুড়ির একটি প্রভাতি দৈনিকে। ডাক্তার মজুমদার প্রায়ই কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে ট্রেনে যাতায়াত করতেন। তিনি লক্ষ্য করেন সংরক্ষন তালিকায় যাত্রীদের নাম, কোচ নম্বর ইত্যাদি শুধুমাত্র হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা থাকতো ।বাংলার মধ্যে চলাচল করা ট্রেন,যেখানে ৯০ শতাংশ যাত্রী বাঙালি, সেই রাজ্যের ট্রেনে যাত্রী সংরক্ষন তালিকায় বাংলা নেই?

সংরক্ষন তালিকায় বাংলা ফিরিয়ে আনার জন্য রেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য পরপর স্থানীয় প্রভাতি দৈনিকে ডাক্তার মজুমদারের অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হতে থাকে ।সংরক্ষন তালিকায় যে বাংলা নেই এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য ডাক্তার মজুমদার সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য , পরের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এবং সেই সময়ের রেল মন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবকে চিঠি দেন। অনেকদিন পর রেল বোর্ড থেকে একটি চিঠি আসে তাঁর কাছে, তাতে লেখা ছিলো বাংলার মধ্যে চালু ট্রেনগুলিতে কোনোদিন বাংলা ছিলই না-- তাই বাংলা ফিরিয়ে আনার কোনও

JALPAIGURI AGRI HORTI NURSERY
জলপাইগুড়ি এগ্রি হর্টি নার্সারী
গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান
চারা বিক্রয় কেন্দ্র
Contact Number
9434983884/9475072607
এখানে উন্নত জাতের
দেশি-বিদেশি ফুল, ফল, কাট, মসলা
ও ঔষধি গাছের চারা পাওয়া যায়।
আমাদের স্থায়ী নার্সারি
শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাই-পাস রোড,
ঢাকেশ্বরি কালীমন্দির মাঠ, জেলা জলপাইগুড়ি

প্রশ্নই ওঠে না।

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সদস্যদের নিয়ে ডাক্তার মজুমদার কয়েকবারই শিলিগুড়ি জংশনে রেল অবরোধ করেছেন, স্টেশনে বাংলায় ঘোষনা না করার জন্য , বাংলায় নাম না লেখার জন্য ,সংরক্ষনের স্লিপে বাংলায় না লেখার জন্য বারবার প্রতিবাদ করেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে এখন এনজেপি স্টেশনে বাংলায় ঘোষনা করা হয়। অফিসের সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা হয়েছে। সংরক্ষন স্লিপেও বাংলায় লেখা হয়েছে।

১৯৮১ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিকস্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেয়। ডাক্তার মজুমদার ইংরেজি তুলে দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, ইংরেজি ছাড়া বাঙালি কখনই শিরদাঁড়া সোজা করে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই বাংলা ভাষা শেখার সাথে সাথে ইংরেজি শেখাতে হবে। সুতরাং ইংরেজি ফিরিয়ে আনার জন্য ডাক্তার মজুমদার আন্দোলন শুরু করেন। ২০০ লোক নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মিছিল করে রাজভবনে গেলে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন হয়েছে বলে ডাক্তার মজুমদারসহ ১৬৬জনকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে একরাত আটকে রাখে কলকাতা পুলিশ। ডাক্তার মজুমদারের দাবি, বাংলা শেখার সাথে সাথে ইংরেজি শিখিয়ে বাঙালিকে শক্তিশালী দ্বিভাষী করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ একটি ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য। এবং বাংলা ভাষা এখানকার প্রধান এবং সংখ্যগরিষ্ঠের ভাষা। জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ বাংলা ভাষাভাষী মানুষ।১৯৫৫ সালের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই হবে সেই রাজ্যের সরকারি ভাষা । তাই পশ্চিমবঙ্গে বাংলাই হবে একমাত্র সরকারি ভাষা।অন্য কোনো ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না, এটাই ডাক্তার মজুমদারের দাবি ছিলো।

ডাক্তার মজুমদারের আরও দাবি ছিলো, ১) বাংলার মধ্যে বসবাসকারী অন্য সব ভাষার মানুষের জন্য বাংলা শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। একজন বাঙালিকে ১০টি অন্য ভাষা শেখা সম্ভব নয়। অথচ অন্য ভাষার মানুষ একটিমাত্র বাংলা ভাষা শিখলেই সম্প্রীতি বজায় থাকে।২) হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত ২২টি ভাষাই সম-মর্যাদায় আসীন। তাই হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলে যে মিথ্যা প্রচার চলছে তা বন্ধ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেবার সব পরিকল্পনায় বাধা দিতে হবে।৩) সকল রাজ্য সরকারি অফিসে, কেন্দ্রীয় সরকারের সব সংস্থায় যেমন রেল,ডাকঘর, জীবনবীমা , ব্যাঙ্ক সর্বত্রই বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। ৪) পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবস্থিত সব কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, মিশনারি শিক্ষা

সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। সকলকে গৌড় পূর্ণিমার শুভেচ্ছা ।

বর্তমানে সকল শ্রেণীর মানুষকে আমরা বলতে চাই, আগামী রাধাগোবিন্দের ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়ন্তী তথা দোলযাত্রায় কলিযুগধর্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন এবং ভাগবত কথার মাধ্যমে দূর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করে তুলুন

শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ

দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি।
(ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সন্নিকটে)

●

যোগাযোগ নম্বর
৯৪৩৪১৯৫০২৫ (হোয়াটসঅ্যাপ)
/৭৬৯৯৪৪১০২৩

প্রতিষ্ঠান ও অন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাধ্যতামূলক বাংলা শেখাতে হবে। ৫) পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব স্কুল কলেজ ও দোকানের নামফলকে অবশ্যই বাংলা লিখতে হবে। ৬) পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে ডাক্তার মজুমদার রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সহ অন্য অনেকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। এমনকি বাংলার মধ্যে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোও বাংলা ভাষার গুরুত্বের কথা সেভাবে প্রচার করে না। এই পরিস্থিতি তৈরি হলে বাংলাতে বাংলা সংবাদপত্র পড়ার আর পাঠক থাকবে না। নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষার চর্চার জন্য বাংলা সংবাদমাধ্যমগুলো সেভাবে উদ্বুদ্ধ করেনি। ফলে আজ বাংলা সংবাদপত্রগুলো সব ধুঁকছে। ডাক্তার মজুমদার কতটা দূরদর্শী ছিলেন যে মৃত্যুর আগে এ বিষয়ে বারবার বলে গিয়েছেন, আজ তা প্রমান হচ্ছে।)

৭) ডাক্তার মজুমদার ২০১০ সাল থেকে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রয়াত ডাক্তার মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার চিঠি লিখেছেন। বাংলা ভাষার ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেতে গেলে যা যা করনীয় তারজন্য মুকুন্দবাবু সেইসব কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর ধারাবাহিক লড়াইয়ের ফলেই কিন্তু আজ বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ভারত সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ডাক্তার মজুমদার এই খবরটি জানতে পারলেন না যেহেতু ১৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে তিনি প্রয়াত হয়েছেন।

৮) ডাক্তার মজুমদারের দাবি ছিলো, শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়ন। শিক্ষাই হলো উন্নয়ন। জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে প্রতিটি বাঙালিকে মানুষ করাই হলো দেশের প্রকৃত উন্নয়ন। আর সেটা সম্ভব হলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, কুসংস্কার দূর হবে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর হবে। এবং সত্যিকারের মানুষ বলে পরিচয় দেবার অধিকার অর্জন করবে।

৯) বাংলার মধ্যে সব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থায় বাঙালির জন্য ৯০ শতাংশ চাকরি সংরক্ষন করতে হবে বলেও

ALLGLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA
SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI
Shri Keshab Goswami Goudiya Math
B. V. Madhab Maharaj
SHAKTIGARH
P.O. SILIGURI BAZAR-734005
DIST. JALPAIGURI

মুকুন্দবাবু দাবি করেছিলেন। যদিও সেই দাবি আজও কার্যকর হয়নি।

১০) বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং বাঙালির বেকারত্ব দূরীকরনের জন্য ভারতের সেনাবাহিনীতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করার দাবি করেছিলেন ডাক্তার মজুমদার।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, এইসব কিছুর জন্য শুধু দাবি নয়। মিটিং মিছিল মাইকিং এবং নিজে মাঠে নেমে দেওয়াল লিখন, পোস্টার সাঁটানো, লিফলেট বিলি করার মতো কাজ ডাক্তার মজুমদার ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে গিয়েছেন।

ডাক্তার মজুমদার প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা মাতৃভাষা দিবস পালন করতেন। বাংলা মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে তাছাড়া বাংলা পড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে বিশেষভাবে দাবি তুলতেন ভাষা দিবসে। এই দিবসে তিনি মাতৃভাষার জন্য শহিদ হওয়াদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। ১৯শে মে অসমের শিলচরের বাংলা ভাষা শহিদ দিবস ডাক্তার মজুমদারই প্রথম পালন করা শুরু করেন উত্তরবঙ্গে। অসমে বাংলা মাতৃভাষা রক্ষা করার আন্দোলনে কমলা ভট্টাচার্য সহ এগারো জন শহিদ হয়েছিলেন ১৯শে মে। ওই বিশেষ দিনে অসমে নানা অনুষ্ঠান হলেও বাংলাতে তা হোত না। ডাক্তার মজুমদার এ নিয়ে সকলের মধ্যে প্রচার আন্দোলন করলে কলকাতা সহ উত্তরবঙ্গে ১৯শে মে বাংলা ভাষার শহিদ দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে।

ডাক্তার মজুমদারের আরও বিশেষ দিক উল্লেখ করতেই হচ্ছে যে তিনি বিদেশ থেকে ভালো ভাবে ডাক্তারি পাশ করেও কিন্তু নিজের সম্পত্তি ইত্যাদি বৃদ্ধির দিকে নজর দেননি। তিনি অনেক চোখের রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। তাছাড়া নিজে ডাক্তারি করে যে অর্থ রোজগার করতেন তার একটা বড় অংশ তিনি বাংলা ভাষার প্রচার প্রসার আন্দোলনের পিছনে খরচ করতেন। বাংলা ভাষার এতো গভীর ভালোবাসা কিন্তু সত্যিই বিরল। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার পাশাপাশি ডাক্তার মজুমদারের এই আত্মত্যাগ ও লড়াইকেও বিশেষ শ্রদ্ধা। তাঁর নামে আজ শিলিগুড়িতে কেন একটি রাস্তার নামকরন হচ্ছে না তা জানা নেই। অথচ শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট অটো স্ট্যান্ডই ছিলো তাঁর আন্দোলনের প্রধান স্থান।

JOIN SCOUTING
DO YOUR BEST BE PREPARED FOR SERVICE
THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES
SILIGURI SUBURBAN LOCAL ASSOCIATION
DARJEELING DISTRICT ASSOCIATION
KHORIBARI, DARJEELING
CONTACT NO- 8538827876, 8250545213, 6294067740

With Best Compliments From :-
CELL : 9434388147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

"মানবতার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর সেবা"

পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

PURNIMA BASU MEMORIAL TRUST

গভঃ রেজিঃ নং-IV/0711--00044

অফিস : লেকটাউন, শিলিগুড়ি : শাখা- দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

দু:স্থ - অসহায় মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত দাতব্য সংস্থা

--: বিপন্ন মানবতার সেবায় গৃহীত কর্মসূচি :--

স্থায়ী কর্মসূচি

(আগ্রহী সংস্থার যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাবও স্বাগত)

১) দুঃস্থ অসহায় একক মহিলাদের আর্থিক সেবা।

২) দুঃস্থ -অসহায় প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সেবা।

৩) দুঃস্থ-অসহায় মহিলা ক্যান্সার রোগীকে আর্থিক সেবা

৪) দুঃস্থ- অসহায় একক মহিলার মেধাবী সন্তানকে (দশম-দ্বাদশ) আর্থিক সেবা

৫) দুঃস্থ- অসহায় একক মহিলা রোগীদের ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সে বিনামূল্যে সেবা।

বিঃ দ্র : - আবেদনপত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই সেবা প্রদান করা হয়।

অস্থায়ী কর্মসূচি

(আগ্রহী সংস্থা/সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে)

১) দুঃস্থ-অসহায় মহিলাদের স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান।

২) প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি শিক্ষার্থীদের (প্রথম-অষ্টম শ্রেণীর স্কুল ছুট ও স্কুলহীন) কোচিং সেন্টারের জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান।

৩) দুঃস্থ-অসহায় মানুষের জন্য কম্বল, শাড়ি, মশারী ও সংগৃহীত বস্ত্র বিতরন।

৪) দুঃস্থ- অসহায় মানুষের মধ্যে শুকনো খাদ্যসামগ্রী বা রান্না করা খাবার বিতরন।

৫) প্রান্তিক অনগ্রসর এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও চোখ পরীক্ষা শিবির।

ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচি

শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে (পৃথক ট্রাস্টিবোর্ডের মাধ্যমে) একটি বৃদ্ধাশ্রম /প্রতিবন্ধী আশ্রম/অনাথ আশ্রম বা মহিলা সেন্টার হোম প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহনির্মান বাবদ আইনানুযায়ী ৭০,০০০০০ (সত্তর লক্ষ) টাকার বিশেষ আর্থিক অনুদান।

যোগাযোগ : শিলিগুড়ি -- 9332932499, দার্জিলিং -- 8777567519, জলপাইগুড়ি -- 9635952028

নীতিশ বসু
চেয়ারম্যান

শুভেচ্ছা

আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস-১৪৩২ উপলক্ষে প্রিয় " খবরের ঘন্টা" এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের কাজে যুক্ত 'খবরের ঘন্টার' সকলকে "পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানাই সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের আন্তরিক প্রীতি , শুভেচ্ছা ও নমস্কার। মাতৃভাষা দিবসে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও সফিউর এর প্রতি রইলো শ্রদ্ধা।

কেন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

নীতিশ বসু
(চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, শিলিগুড়ি)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়। এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক দিবস, যা মাতৃভাষার গুরুত্ব, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহুভাষিক শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশ্বব্যাপী পালিত হয়।

১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষনা করে এবং ২০০০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে এটি উদযাপিত হচ্ছে। এই দিনের পিছনে আছে ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনকারীরা প্রাণ দেন। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেক শহিদের আত্মত্যাগ ভাষার মর্যাদা রক্ষার এক ঐতিহাসিক উদাহরণ হয়ে আছে। এই আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরুপ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষার সম্মান ও সংরক্ষনের দিন হিসেবে পালিত হয়।

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা করা, বহুভাষিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা, বিপন্ন ভাষাগুলো সংরক্ষনের সচেতনতা তৈরি করাই এই দিবসের বিশেষ গুরুত্ব। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ আজও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক-- শুধু আবেগ নয়, বাস্তব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপটেও। ভাষা মানে শুধু যোগাযোগ নয়, নিজের পরিচয়। ১৯৫২-র শহিদরা দেখিয়ে গিয়েছেন-- মাতৃভাষার সম্মান মানে আত্মমর্যাদার সম্মান। আজ বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি বা অন্য ভাষার প্রভাব বাড়লেও , নিজের ভাষাকে সম্মান করা আত্মপরিচয় রক্ষারই অংশ।

বর্তমান গবেষণায় প্রমানিত--মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা পেলে শিশুর শেখার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তাই ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজকের শিক্ষানীতিতেও প্রাসঙ্গিক।

বিশ্বে বহু ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- প্রতিটি ভাষা একটি সংস্কৃতি, একটি ইতিহাস। ভাষা রক্ষা মানে মানবসভ্যতার বৈচিত্র্য রক্ষা। ১৯৫২-র আন্দোলন ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আজও যখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বা সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্ন ওঠে, ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ আমাদের সাহস জোগায়। এখন অবশ্য চালেঞ্জ ভিন্ন--- সোস্যাল মিডিয়া, প্রযুক্তি ও কনটেন্টে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার, শুদ্ধতা ও সমৃদ্ধি রক্ষা করা। ভাষা শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হবে যদি আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও নিজের ভাষাকে মর্যাদা দিই।

With Best Compliments From :
CELL : 7602243433
9641093691
NEW EKTA
Restaurant And Hotel
Hill Cart Road, Siliguri Junction
Opp. of Heritage Hotel
Siliguri-734003
ektarestaurantandhotel@gmail.com

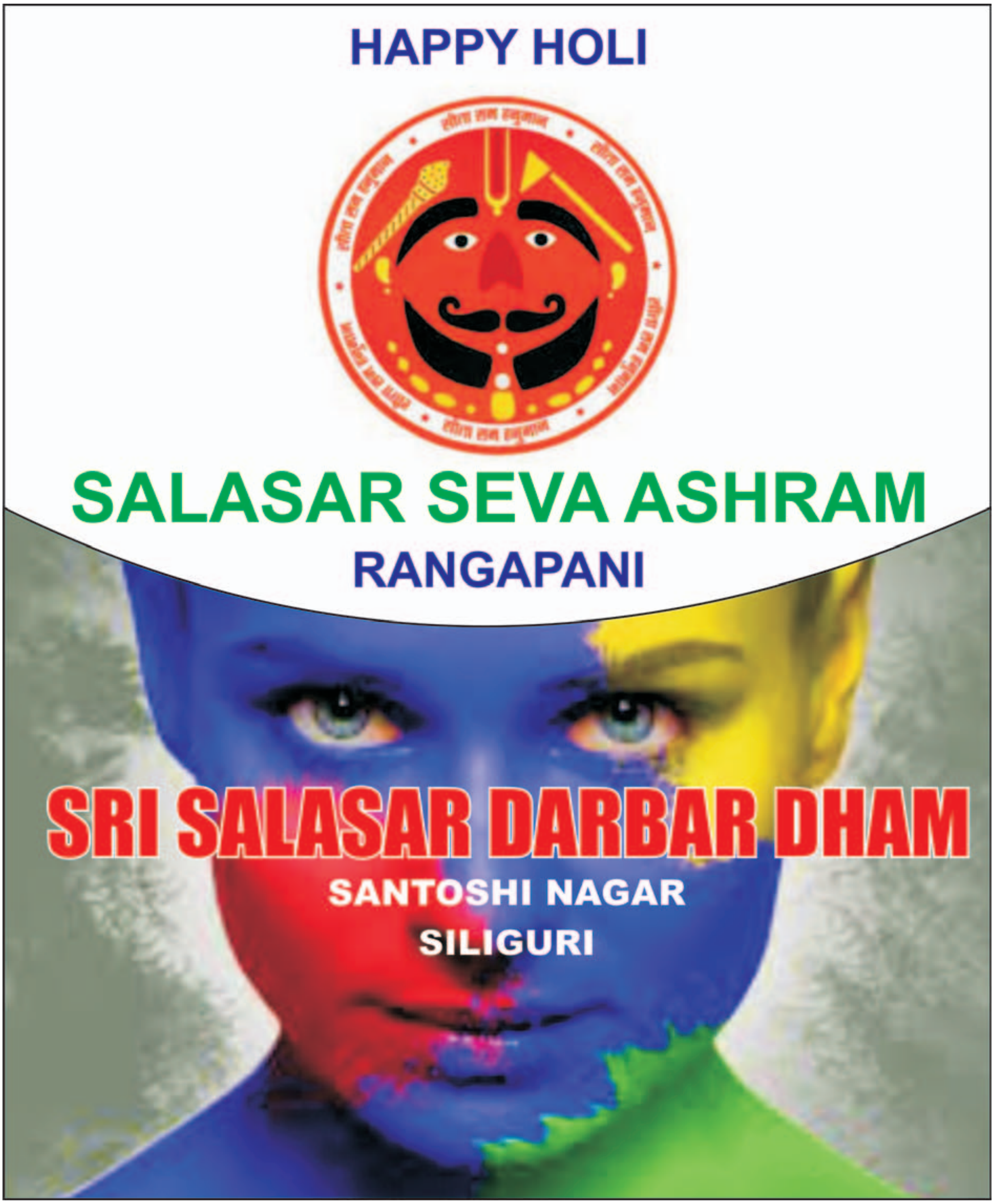

HAPPY HOLI

SALASAR SEVA ASHRAM

RANGAPANI

SRI SALASAR DARBAR DHAM

SANTOSHI NAGAR

SILIGURI

রাঙা বসন্তের ডাক ঃ পলাশ-শিমূলে রঙিন প্রকৃতির প্রেমগাঁথা

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী, লেকটাউন, শিলিগুড়ি)

সেদিন বাড়ির সামনে কালো পিচঢালা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়লো-- শুকনো, ফাঁকা ডালপালাগুলো নরম সবুজ কুঁড়ি আর কচি পাতায় ভরে উঠেছে। মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা শিমূল গাছগুলো রক্তিম ফুলে সেজেছে, যেন আগুনরাঙা অলঙ্কার পরে আছে। ঠিক পাশেই পলাশ গাছগুলিও দাউদাউ রঙে জ্বলে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে কোকিলের কুহুতান যেন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়--"বসন্ত এসে গেছে।" প্রকৃতি আসলে নিরন্তর শূন্যতা আর পরিপূর্ণতার এক অপূর্ব লীলা খেলে চলে।

মনে হয়, বসন্ত তার রাঙা পতাকা গাছের ডালে ডালে উড়িয়ে দিয়েছে। পলাশের অগ্নিশিখায় বসন্তের প্রেম ধিকিধিকি করে জ্বলে ওঠে। উজ্জ্বল কমলা-লালের সেই রঙে এক অদ্ভূত নেশা মেশানো আগুন লুকিয়ে থাকে। চারপাশের কালো বৃন্তের অন্ধাকারে সেই রঙ আরও দীপ্ত, আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পলাশের ডাল যেন আগুনের কার্পেট বিছিয়ে দুহাত বাড়িয়ে আহ্বান জানায়। পা আপনাতেই এগিয়ে যায় তার দিকে। দখিনা হাওয়ায় ঝরে পড়া ফুলগুলোকে আমরা কুড়িয়ে নিই প্রকৃতির আশীর্বাদ ভেবে। হোলির দিনে সেই পলাশই ফাগের টিকা হয়ে রাঙায় গাল, মেয়েদের গলায় মালা হয়ে দোলে, খোঁপায় সাজ হয়ে বসে পথচলার সঙ্গী হয়ে।

বসন্ত কত রঙ যে ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর বুকে! ঝরা পাতার বনেও সে ফিরে আসে নতুন আশ্বাস নিয়ে । বসন্ত আজও আসে, আজও বাঁচে-- তোমার আমার মনের গভীরে।

দোলযাত্রায় বয়স্কদের পায়ে আবীর কেন

সোমা দাস (বাবুপাড়া,শিলিগুড়ি--স্কুল শিক্ষিকা)

দোলযাত্রায় বয়স্কদের পায়ে আবীর দেওয়া আসলে শ্রদ্ধা, আশীর্বাদ গ্রহন ও ভক্তির প্রতীকী আচরন। যদিও সরাসরি "দোলে পায়ে আবীর দেওয়ার " আলাদা বিধান শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তবে এর ভিত্তি রয়েছে গুরু-জ্যেষ্ঠ-ভক্ত সম্মান ও পদপ্রণাম সংস্কৃতির মধ্যে। এটি বোঝার জন্য কয়েকটি স্তরে বিষয়টি দেখা যাক-- ১) হিন্দু ধর্মে জ্যেষ্ঠ, গুরু বা ভক্তের পায়ে স্পর্শ করা মানে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের সত্তাকে প্রণাম করা ।মনুস্মৃতিতে বলা আছে, " অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধপোসেবিতঃ/চত্বারি তস্য বর্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে জ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে ও সেবা করে, তার চারটে জিনিস বৃদ্ধি পায়-- আয়ু(দীর্ঘ জীবন), বিদ্যা , যশ ও বল। দোলের দিনে আবীর দিয়ে পায়ে স্পর্শ করা এই প্রণাম সংস্কৃতিরই এক উৎসবমুখর রুপ। ২) বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তের চরণধূলি বা বৈষ্ণব ভাবধারায় ভক্তের পায়ের ধূলিকেও পবিত্র মনে করা হয় । শ্রীমদ্ভাগবতমে ভববান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন," আমার ভক্তের সেবা আমার সেবার চেয়েও প্রিয়।" শ্রীমদ্ভাগবতমে আরও একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, "মহদ-সেবাং দ্বারম আহুর বিমুক্তেঃ"। অর্থাৎ মহৎজনের সেবা মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে।

এর অর্থ হলো, জ্যেষ্ঠ ও ভক্তজনের চরণে আবীর অর্পন মানে তাঁদের আশীর্বাদ ও আধ্যাত্মিক কৃপা প্রার্থনা। ৩) দোলের রঙ শুধুই আনন্দ নয়-- লাল আবীর, প্রেম ও শক্তি। হলুদ বা গৌর রঙ, জ্ঞান ও পবিত্রতা। সবুজ আবীর, নবজীবনের বার্তা দেয়। বয়স্কদের পায়ে আবীর দেওয়া মানে " আপনার আশীর্বাদে আমার জীবন রঙিন ও পবিত্র হোক। " ৪) বয়স্কদের প্রণাম করে পায়ের আবীর দেওয়ার মানে হলো প্রজন্মের মধ্যে সংযোগ দৃঢ় করা , অহঙ্কার ভেঙে নম্রতা শেখনো, আশীর্বাদকে জীবনের শক্তি হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করা, উৎসবকে কেবল আনন্দ নয় , মূল্যবোধের ধারক করে তোলা। এককথায় বলতে গেলে দোলযাত্রায় বয়স্কদের পায়ে আবীর দেওয়ার অর্থ হলো শ্রদ্ধা প্রকাশ, আশীর্বাদ গ্রহণ, ভক্তির রঙে আত্মসমর্পণ। শাস্ত্রে সরাসরি আবীর দেওয়ার বিধান না থাকলেও, জ্যেষ্ঠ-গুরু-ভক্ত সম্মান ও প্রণামের যে শিক্ষা শাস্ত্রে রয়েছে তারই এক সুন্দর সাংস্কৃতিক রুপ এই প্রথা।

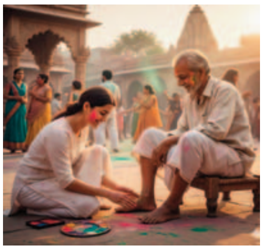

লোকগান, কীর্তন ও দোল ঃ রঙে-সুরে বসন্তের মিলন

সোমা সেনগুপ্ত (কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি)

দোল শুধু রঙের উৎসব নয়-- এটি সুর, ভক্তি ও লোক ঐতিহ্যের এক অনন্য সমাবেশ। বাংলার গ্রাম থেকে শহর-- দোলের আবহ তৈরি হয় লোকগান ও কীর্তনের সুরে।

দোলের সময় বাংলায় গাওয়া হয় নানা ধরনের লোকগান। বসন্তের পালাগান, গম্ভীরা বা ভাটিয়ালী ঢঙে রঙের গান, গ্রামবাংলার হোলি-ধামাইল-- এই গানগুলোতে থাকে প্রেম, প্রকৃতি,কৃষ্ণলীলা ও গ্রামীন জীবনের সহজ আনন্দ। ঢোল, খোল,করতাল, বাঁশির সুরে তৈরি হয় উৎসবের মাটির গন্ধমাখা পরিবেশ।

লোকগান দোলকে শুধু ধর্মীয় উৎসব হিসেবে নয়, সামাজিক মিলনমেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। দোলপূর্ণিমা বৈষ্ণবদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাধাকৃষ্ণের আবীর লীলা, হরিনাম সংকীর্তন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি-- এই দিনের মন্দির ও নাম ঘরে সারাদিন কীর্তন হয়। খোল-করতালের তালে হরি বল, রাধে রাধে-- এই ধ্বনিতে ভরে ওঠে চারদিক। কীর্তনের মূল সুর হলো ভক্তি ও আত্মসমর্পণ। এখানে রঙ মানে ভক্তির রঙ, হৃদয়ের রঙ।

লোকগান যেখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও প্রকৃতির আনন্দকে তুলে ধরে, কীর্তন সেখানে ঈশ্বরপ্রেম ও আধ্যাত্মিক মিলনের বার্তা দেয়। দোল দুই ধারাকে একত্রিত করে-- রঙে মানুষে মিলন, সুরে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন। লোকগান দোলকে দেয় প্রাণের উচ্ছ্বাস, কীর্তন দেয় হৃদয়ের গভীরতা। এই দুই মিলেই দোল হয়ে ওঠে রঙিন ও পবিত্র।

দোলযাত্রার ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক দিক

নন্দিতা ভৌমিক (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

দোলযাত্রা বা হোলি হল বসন্তের আগমনী উৎসব এবং ভক্তি-আনন্দের এক অপূর্ব মিলনমেলা। বাংলায় একে দোলপূর্ণিমা বলা হয়। সাধারণত ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। দোলযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আবির খেলা থেকেইহোলির প্রচলন বলে মনে করা হয়। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দোলযাত্রা বিশেষ গুরুত্ব পায়।

ফাল্গুন পূর্ণিমাতেই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে দোলযাত্রা বাংলায় আরও আধ্যাত্মিক মাত্রা পায়। হরিনাম সংকীর্তন, ভক্তিগান ও আবির অর্পনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়।

সময়ের সঙ্গে দোলযাত্রা ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বসন্তের রঙ, মিলন, সৌহাদ্য--সব মিলিয়ে এটি সম্প্রীতির প্রতীক।

লাল রঙ প্রেম ও শক্তি, হলুদ জ্ঞান ও পবিত্রতা, সবুজ নতুন জীবন ও আশা। রঙ এখানে শুধু আনন্দের উপকরণ নয়-- এটি হৃদয়ের ভেদাভেদ ভুলে একাত্ম হওয়ার বার্তা। দোলের দিন ভক্তরা কীর্তন, জপ ও আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করেন। এটি আত্মশুদ্ধি ও ভক্তির প্রকাশ। দোলের রঙ সকলকে এক করে দেয়। জাতি, ধর্ম, শ্রেণি-- সব ভেদরেখা মুছে যায়। এই ঐক্যই উৎসবের মূল আধ্যাত্মিক শিক্ষা। দোলযাত্রা শুধু রঙের উৎসব নয়-- এটি প্রেম, ভক্তি, মানবিকতা ও নবজাগরণের প্রতীক। বসন্তের মতোই এটি হৃদয়ে নতুন আলো ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে।

রাধাকৃষ্ণ ও বসন্ত উৎসবের সম্পর্ক

অঙ্কিতা রায়চৌধুরী

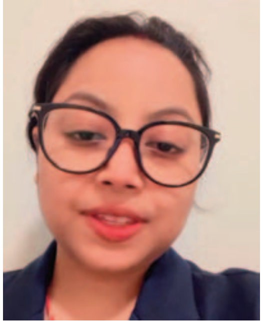

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও বসন্ত উৎসব একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত-- ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তিন স্তরেই। বসন্ত প্রকৃতির নবজন্মের ঋতু-- ফুল ফোটে, কুঁড়ি মেলে, বাতাসে মাধুর্য ভরে ওঠে। বৈষ্ণব দর্শনে এই নবজাগরণকে রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

রাধা হলেন ভক্তির পরম রুপ, কৃষ্ণ হলেন পরমাত্মা। বসন্ত সেই সময়, যখন আত্মা অর্থাৎ রাধা পরমাত্মা মানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আনন্দ অনুভব করে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আবির খেলা-- রাধা ও গোপীদের সঙ্গে রঙের আনন্দ-- হোলি বা দোল উৎসবের মূল প্রেরণা। রঙ এখানে শুধু খেলা নয়, এটি প্রেম, সমতা ও ভেদাভেদহীনতার প্রতীক। কৃষ্ণ সকলকে রঙে রাঙিয়ে একাত্মতার বার্তা দেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বসন্ত রাগ এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে বসন্তের বর্ণনা রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত। দোল পূর্ণিমায় কীর্তন, পদগান ও নৃত্যের মাধ্যমে সেই প্রেমলীলা স্মরণ করা হয়।

ফাল্গুণ পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম-- যিনি রাধাভাব ও কৃষ্ণ প্রেমের প্রচারক। তাই বাংলায় বসন্ত উৎসব আরও ভক্তিময় ও আধ্যাত্মিক মাত্রা পায়।

রাধাকৃষ্ণের বসন্তলীলা আমাদের শেখায়-- প্রেমই সর্বোচ্চ শক্তি। ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব। হৃদয়ের রঙই আসল রঙ।

বাংলা ভাষার স্মরনীয় দিন

অর্চনা মিত্র

(সভাপতি, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি,
শিলিগুড়ি শাখা)

একুশে ফেব্রুয়ারি, উনিশে মে বাংলা
ভাষা আন্দোলনের ঐক্যের ডাক
মহান হোক রক্তভেজা অশ্রু দিয়ে
লেখা উনিশে মে একুশে ফেব্রুয়ারি

শহিদের দান রক্তে ঝরানো সাজের
আজানে শঙ্খ ধ্বনিতে মর্মর ধ্বনি
বাংলা মায়ের ভাষা জড়িয়ে আছে
রক্তমাখা স্মৃতিচারণ বিজড়িত স্থান।

শহিদের মৃত্যু মিছিলে রফিক সালাম
জব্বার, এপার বাংলায় উনিশে মে
অসম বরাক উপত্যকায় শিলচর
রেলস্টেশনে এগারো জনের স্মৃতি।

বাংলা ভাষা শহিদদের রক্তে স্মরণে
ধরনীর বুকে বিশ্বের প্রথম
যোদ্ধা নারী কাছাড় রেলস্টেশন
কমলা ভট্টাচার্য উনিশে মে
চিরস্মরনীয় ভাষা বাংলার জমাট বাঁধা।

একুশ ফেব্রুয়ারি উনিশে মে দুঃখে
গর্জে ওঠা গীতি বাংলার মুখর সুর
শহিদের কণ্ঠ ভাষা বাংলার
স্মৃতি জমাট ব্যথা মোদের
মাতৃ বাংলা ভাষার শিকল পরা দিন।

শহিদ হলো শিলচরে এগারোটি
মায়ের সন্তান রক্ত দিয়ে লিখে দিলেন
বাংলা ভাষার সম্মানিত শহিদ সম্মান
বাঙালির চির স্মরনীয় দুটি দিন।

আমার ভাষা বাংলা ভাষা

ডঃ অসমঞ্জ সরকার

(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা,
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

মোদের গর্ব বাংলা ভাষা ।
মোদের আশা, মোদের ভরসা।
যে ভাষায় মোরা বলি কথা।
যে ভাষায় প্রকাশ করি নিজের ব্যথা।
দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, আবেগ আর
গল্প-গাথা।
এই ভাষাতেই ধরে রাখি।
মোদের মনের ইচ্ছে পাখি।
সে পাখি ডানা মেলে যায় উড়ে।
দূর পানে উঁচু কোন গাছের নীড়ে।
তারে যায় না ধরা, যায় না পাওয়া।
আপন মনে উড়ে চলে, কেউ করে না
ধাওয়া।
যাক না সে মন যাক হারিয়ে।
গগন পানে নীল আকাশে।
যেথা সপ্ত রঙে রাঙিয়ে মস্ত রামধনু।
করছে খেলা আকাশ মাঝে বাজিয়ে বেনু।
দেখবি কে আয়, আয় ছুটে আয়, হয়ে
নতজানু।
আজ ভাষার রঙে রঙ মাখিয়ে।
কল্পনায় মন মজিয়ে।
লিখতে হবে কতকিছু।
বঙ্কিম শরৎ, নজরুল রবির পিছু পিছু।
পলাশ-শিমূলে আগুন লাগে।
আকাশের গায়।
বনে বনে ছুটে মন হারিয়ে যায়।
রবির ছোঁয়া, শরতের হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে
যায়।
কোথাও আসে মুক্তকেশী ধেয়ে কালো
মেঘের গায়।
মনে পড়ে বঙ্কিমের নবকুমার হায়।
এই ভাষারই মধুর স্বরে।
আবোলতাবোলে ঝুলি ভরে।
এই ভাষাতেই রচিত হলো।
মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য।
রবিঠাকুরের গীতাঞ্জলি।
বাংলা ভাষার শ্রদ্ধাঞ্জলি
করেছে তোমায় নোবেল জয়ী বিশ্বকবি।
লহ প্রণাম, হে কবি ভারতের রবি।
তাইতো বলি আমার ভাষা
তোমার ভাষা মোদের প্রাণের সবুজ আশা।
আমাদেরই প্রিয় বাংলা ভাষা।

আমার মাতৃভাষা

কমলা সরকার (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বাংলাতে কথা বলতে ভালো লাগে বারবার,
এই ভাষাতে প্রথম মুখের বুলি হয় মা
ডাকবার।
বাংলাতে কথা বলতে যত স্বচ্ছন্দ বোধ করি,
অন্য ভাষা বলতে ঠিক ততটাই লজ্জায়
মরি।
বাংলাতে অক্ষর পরিচয় হোতো,
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় থেকে,
মায়ের কাছে বসে পড়তাম
মনের আনন্দেতে।
বাংলা আমার মাতৃভাষা বলতে গর্ব হয়,
এই ভাষাতে এখনো কত গান-কবিতা-গল্প
রচনা হয়।
কত কবি সাহিত্যিক তাদের লেখনী দিয়ে
বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ,
সেকথা বলতে কত না হয় গর্ব।
বাংলা ভাষায় কথা বলতে হয় বড়ো
অহঙ্কার,
তাই মনে হয় বাংলা ভাষার চেয়ে আর নেই
কোনো দামী অলঙ্কার।

একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রী মা-র আবির্ভাব তিথি, শ্রীঅরবিন্দের হ্লাদিনী শক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নয়, আধ্যাত্মিক জগতে এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ-- এই দিনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রী মা, অর্থাৎ মীরা আলফাসা। পন্ডিচেরীর শ্রী অরবিন্দ আশ্রম যাঁকে সবাই শ্রদ্ধাভরে ‘শ্রী মা’ বলে ডাকতেন, তিনি ছিলেন শ্রী অরবিন্দের সাধনার একনিষ্ঠ সহায়িকা ও আধ্যাত্মিক সহযোগিনী।

পন্ডিচেরী নিবাসী শ্রী অরবিন্দ অনুরাগী ও চিন্তাবিদ অশোক রায় জানান, শ্রী অরবিন্দ নিজেই বলেছেন--‘ আমার সাধনা কখনোই সম্পূর্ণ হতো না যদি শ্রী মা না থাকতেন।’ শ্রী মা ছিলেন তাঁর সাধনার শক্তিরুপ, তাঁর হ্লাদিনী শক্তি। ”

১৮৭৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন মীরা আলফাসা। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে ছিলো আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের গভীর আকাঙ্ক্ষা। নানা সাধনা ও অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তিনি ১৯১৪ সালে প্রথমবার ভারতে আসেন এবং শ্রী অরবিন্দর সান্নিধ্যে পৌঁছান। পরবর্তীতে ১৯২০ সালে স্থায়ীভাবে পন্ডিচেরীতে বসবাস শুরু করেন। শ্রী অরবিন্দ তাঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন। শ্রী মা শুধু একজন আধ্যাত্মিক সাধিকা নন, তিনি ছিলেন এক সংগঠক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানবতাবাদী চিন্তক। ১৯৫০ সালে শ্রী অরবিন্দের মহাসমাধির পর তিনি আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আশ্রমকে একটি সুসংগঠিত আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র।১৯৬৮ সালে তাঁরই প্রেরণায় গড়ে ওঠে অরোভিল--এক আন্তর্জাতিক মানব ঐক্যের নগরী, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে একসঙ্গে বসবাস ও সাধনা করেন। অরোভিল আজও বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ।

শ্রী মা বিশ্বাস করতেন মানুষের চেতনার বিবর্তনে। তাঁর বাণীতে বারবার উঠে এসেছে অন্তরের পরিবর্তন, আত্মশুদ্ধি ও ঈশ্বরীয় চেতনার জাগরনের কথা। তাঁর মতে, “ সত্যিকারের পরিবর্তন বাইরে নয়,ভিতর থেকে শুরু হয়। ’ একুশে ফেব্রুয়ারির প্রাক্কালে শ্রী মাকে স্মরণ করে অশোক রায় বলেন, ‘ শ্রী মা আমাদের শিখিয়েছেন ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়। সংসারেই সাধনা, কর্মেই ঈশ্বরভাব-- এই দর্শনের বাস্তব রুপ তিনি নিজের জীবনে তুলে ধরেছেন। ’আজকের বিভাজিত ও অস্থির বিশ্বে শ্রী মা-র জীবন ও বাণী নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁর আদর্শ আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- আধ্যাত্মিকতা মানে পালিয়ে যাওয়া নয়, বরং জীবনকে ঈশ্বরীয় চেতনার আলোয় রুপান্তরিত করা।

একুশে ফেব্রুয়ারির এই পবিত্র আবির্ভাব তিথিতে শ্রী মাকে জানাই শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

একুশের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডঃ দুলাল দত্ত

(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

তোমার স্মৃতির কুঞ্জে শোণিতের
সেই ফোঁটাগুলো
আজও ফুঁপিয়ে কাঁদে।
অশরীরী সেই ছবিগুলো
বারবার
খোঁজ করে রোজ।
তোমাকে প্রণতি জানায়,
তোমার গর্ভজাতরা।
তাঁরা ছবি আঁকে আজও
সমাজের প্রতি কোণে।
স্মরণ করিয়ে দেয় মাতৃত্বের অস্তিত্ব রক্ষায়
সন্তনের কর্তব্যকে।
ভাবতে শেখায়, শিখতে শেখায়,
কর্তব্য করতে শেখায় সমাজকে।

দোল পূর্ণিমায় শ্রী চৈতন্য মহপ্রভুর আবির্ভাব

ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীভক্তি নিলয় জনার্দন (মঠাধ্যক্ষ, শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি ভক্তবৃন্দের জীবনে রঙ, আনন্দ ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয়। এই দিনেই দোলযাত্রা বা হোলি উৎসব পালিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের কাছে এই দিনটির তাৎপর্য আরও গভীর-- এই শুভ তিথিতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাই এই দিনকে গৌড় পূর্ণিমা নামেও অভিহিত করা হয়।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ার নবদ্বীপে শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জন্মগ্রহন করেন বিশম্ভর মিশ্র, যিনি পরবর্তকালে সমগ্র বিশ্বের কাছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নামে পরিচিত হন। তাঁর অপর নাম ছিলো নিমাই। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও ভক্তিময়। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় যখন তিনি কৃষ্ণপ্রেম ও নামসংকীর্তনের মাধ্যমে সমাজকে এক নতুন ধর্মীয় জাগরনের পথে আহ্বান জানান। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মূল বাণী ছিলো -- হরিনাম সংকীর্তন ও প্রেমভক্তি। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদ ভুলে সকলকে একত্রিত হওয়ার শিক্ষা দেন। তাঁর কীর্তন আন্দোলন শুধু ধর্মীয় সাধনাই নয় , ছিল এক সামাজিক বিপ্লব। তিনি দেখিয়েছিলেন, ভক্তি ও প্রেমই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। দোল পূর্ণিমার দিন তাই শুধু রঙের উৎসব নয় , এটি আত্মার পরিশুদ্ধি ও ভক্তির জাগরনের দিন। বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে এই দিন বিশেষ পূজা, নামসংকীর্তন, শোভাযাত্রা ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। নবদ্বীপ, মায়াপুর সহ দেশের নানা প্রান্তে লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমবেত হন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উদযাপনে।

আজকের বিভক্ত ও অস্থির সমাজে শ্রী চৈতন্যের শিক্ষা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি শিখিয়েছেন--‘‘ত্রিণাদপি সুনীচেন,তরোরপি সহিষ্ণুনা..’ অর্থাৎ নম্রতা ও সহিষ্ণুতার মধ্যেই রয়েছে ভক্তির আসল শক্তি। গৌড় পূর্ণিমা আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- রঙের চেয়ে বড় রঙ হলো প্রেমের রঙ, আর সেই প্রেমের বার্তাই দিয়ে গিয়েছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। এই দোল পূর্ণিমার পবিত্র দিনে সকলের জীবনে ভক্তি, শান্তি ও মানবিকতার আলো জ্বলে উঠুক -- এই প্রার্থনাই রইলো। শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাছে অবস্থিত আমাদের শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ। সেখানে এবারেও প্রতিবছরে মতো গৌড় পূর্ণিমা ও হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান যেমন হরিনাম সঙ্কীর্তন ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। সকলের সাদর আমন্ত্রই রইলো।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ও দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

দোল, হোলি ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ

(মঠাধ্যক্ষ,গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্রের শাখা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, শক্তিগড়, শিলিগুড়ি)

ফাল্গুনের আকাশে যখন বসন্তের মৃদু হাওয়া বয়ে যায়, প্রকৃতি যখন রঙে রঙে সেজে ওঠে, তখনই আসে দোল বা হোলি। কিন্তু এই উৎসব শুধু রঙের খেলা নয়-- এ এক চিরন্তন প্রেমের উৎসব, যার মূল সুর রাধা-কৃষ্ণের লীলায় এবং যার নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু।

বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে রাধা ও কৃষ্ণের আবির-গুলালের খেলাই দোলের আদি প্রেরণা। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে মুগ্ধ রাধা ও গোপীগণ, আর প্রেমের রঙে রাঙা সেই ঐশ্বরিক মিলন-- হোলির মধ্য দিয়ে আজও সেই লীলার স্মরণ হয়। এখানে রঙ মানে কেবল আবির নয়, হৃদয়ের অনাবিল ভালোবাসা।

এই প্রেমভাবকে সার্বজনীন রুপ দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। নবদ্বীপে তাঁর আবির্ভাবও ঘটেছিল দোল পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে। তিনি বুঝিয়েছিলেন-- রাধাকৃষ্ণের প্রেমই ভক্তির চূড়ান্ত রুপ। তাঁর নাম সংকীর্তন আন্দোলন ছিলো সেই প্রেমকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য প্রয়াস।

মহাপ্রভুর কীর্তনে ছিলো অশ্রুভেজা ভক্তি, ছিলো আত্মসমর্পনের আকুলতা। তিনি বলেছিলেন, জাতি-বর্ণ-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে কেবল হরিনাম উচ্চারণ করলেই মিলবে অন্তরের শান্তি। তাঁর শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক--- কারণ বিভক্ত পৃথিবীতে প্রেমই পারে মানুষকে একত্রিত করতে।

দোল তাই শুধু উৎসব নয়-- এ আত্মার রঙে রাঙার দিন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, গৌরাঙ্গের ভক্তি আর মানবতার বাণী মিলিয়ে এই দিন আমাদের শেখায়-- রঙ মুছে যায়, কিন্তু প্রেমের রঙ চিরন্তন। আসুন, এই দোল ও গৌড় পূর্ণিমায় আমরা নিজেদের মনকে ভক্তি, সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসার রঙে রাঙাই। জয় রাধে, জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় গৌরাঙ্গ।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ও
দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

প্রত্যেকে নিজেদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যানবাহন এবং ভবনের নাম ফলকে অবশ্যই বাংলা ভাষার ব্যবহার করুন

আশীষ ঘোষ

(শিক্ষক)
পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী
শিলিগুড়ি

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ও
দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

দোল-হোলিতে সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা

ডাঃ জি বি দাস
(প্রধান কর্ণধার, নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদন, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি,
বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)

আগামী ৩ মার্চ দোল পূর্ণিমা,তারপরেই হোলি। রঙের উৎসবে মাতোয়ারা হবে চারদিক। আনন্দ, আবেগ আর উচ্ছ্বাসের এই সময়টিতে সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য কিছু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। মা ও গর্ভস্থ সন্তানের সুস্থতা সবার আগে--এই কথাটিই মনে রাখা উচিত।

গর্ভাবস্থায় শরীর স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল থাকে। তাই দোল বা হোলির সময় রং খেলা, ভিড়ের মধ্যে যাওয়া কিংবা অতিরিক্ত উত্তেজনায় অংশ নেওয়ার আগে সচেতন হওয়া জরুরি।

কেমিক্যাল রং এড়িয়ে চলুন। বাজারে পাওয়া অধিকাংশ রং-এ রাসায়নিক উপাদান থাকে, যা ত্বকে অ্যালার্জি, চুলকানি বা সংক্রমণ ঘটাতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি। শুধুমাত্র অর্গানিক বা প্রাকৃতিক আবির ব্যবহার করা নিরাপদ।

ভিড় এড়িয়ে চলা উচিত। হোলির দিনে অনেক সময় ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি হয়। এতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা মা ও সন্তানের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে সীমিত পরিসরে রং খেলাই উচিত। জোরে পানি ছোঁড়া বা জলবেলুন থেকে দূরে থাকুন। জলবেলুনের আঘাত পেটে লাগলে তা ক্ষতিকর হতে পারে। কেউ যেন পেটে বা শরীরে জোরে রং বা পানি না ছোঁড়ে, তা আগে থেকেই জানিয়ে রাখা প্রয়োজন।

সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা। রংয়ের মাধ্যমে ত্বক ও চোখে সংক্রমণ হতে পারে। রং খেলার আগে শরীরে নারকেল তেল বা ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। চোখ ও মুখে রং লাগানো থেকে বিরত থাকুন।

পর্যাপ্ত জলপান ও বিশ্রাম। গর্ভাবস্থায় ডিহাইড্রেশন মারাত্মক সমস্যা তৈরি করতে পারে। পর্যাপ্ত জল পান করুন এবং দীর্ঘসময় রোদে থাকবেন না। কোনো অস্বস্তি হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন-- পেটে ব্যথা, রক্তপাত, মাথা ঘোরা বা অতিরিক্ত ক্লান্তি দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যান।

উৎসব মানেই আনন্দ, কিন্তু গর্ভাবস্থায় দায়িত্ববোধই সবচেয়ে বড় বিষয়। একটু সচেতন থাকলে মা ও শিশুর নিরাপত্তা বজায় রেখেই দোল-হোলির আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব। দোলের রং যেন সুখ ও সুস্থতার বার্তা নিয়ে আসে-----এই কামনাই রইলো সকলের জন্য।

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়--৩১)

‘বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যায়’। মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে । যবতক সাধন হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী,সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায় । ইয়হ কর্ম সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি , ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী।” কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। --মুসাফীর।)

ম্যাডাম আপনি একদম সঠিক ডায়াগোনসিস করেছেন, এবার রেমেডিটাও বলুন । পেশেন্টকে তার অসুবিধাটা জানাতে হবে নিজের থেকে তবেই ট্রিটমেন্টটা কি হবে বলা যাবে। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং সেই দিন বাগানে আমার নারী দেহের গভীরতম স্পর্শ প্রথম, তাই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তুমি ঠিক সময়ে রাশ টেনে না ধরলে ভেসে যেতাম। আমিও প্রায় ভেসেই যাচ্ছিলাম। অনু বলে, হঠাৎ মনে হলো থামতে হবে, নইলে দুজনের ক্ষতি হবে। জানো রাধা এনগেজমেন্টটা হওয়ার পর থেকে আমি মেন্টালি খুব রিলিভড, খুব ইমমর‍্যাল ফিলিংসে ভুগছিলাম। যে কাজে আমি যাচ্ছি সেখানে একটু এদিক সেদিক হলে অনেক দাম দিতে হয়। অনেকে আবার পাত্তাই দেয় না, আমি চেষ্টা করবো আমার সেন্টপারসেন্ট দিয়ে কাজ করতে। একটা ইন্টারেসটিং ব্যাপার ঘটেছে। নিষিদ্ধ ফলতো খেয়েই ফেলেছি, পরের পার্টটা পার্টটা পাওয়ার জন্য মনের মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে রয়েছে। ওটাকে মর‍্যালিটির দোহাই দিয়ে চেপে রেখে দেওয়ার চেষ্টা ছিলো এখন যখন হাফ ম্যারেজ হয়ে গেছে তখন সেই ইচ্ছেটা লাগামহীন হয়ে গেছে। কি করে ম্যানেজ করবো জানি না। এই জন্যই মন দোদুল্যমান। অনুরাধা সবটাই অনুভব করলো বুঝতে পারলো মনের এই অবস্থায় ঠিকভাবে ট্রেনিংয়ে মনোযোগ দিতে পারবে না। সুতরাং অভিকে শান্ত করতে হবে এবং এটা করতে হলে দৈহিক মিলন ছাড়া উপায় নেই। হাফ ম্যারেজ যখন আমাদের হয়ে গেছে তখন ফুলশয্যায় কোনো বাধা নেই। খুব শীত বিকেল থেকে হাওয়া বইছে ফলে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। অনুরাধাদের বাড়ির রান্না থেকে গেরস্থাল সব কাজ করাও অন্যান্য কাজের লোকদের পরিচালনা করা সবই উর্মিলা দেখে। (ক্রমশ)

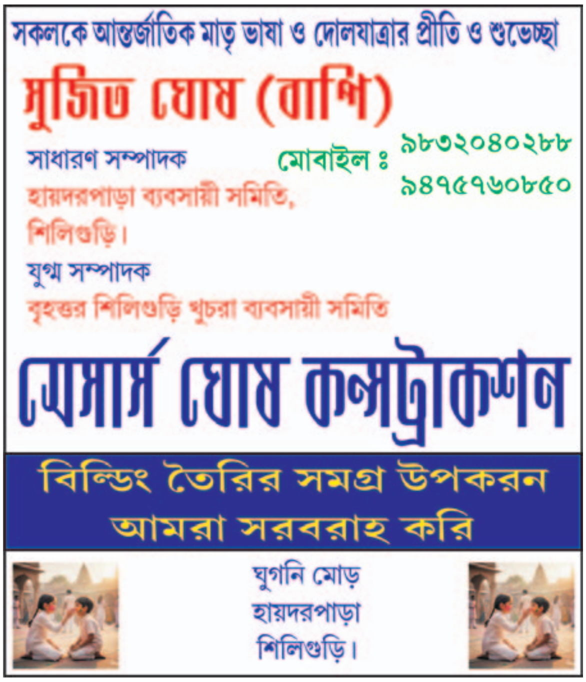
সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ও দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সুজিত ঘোষ (বাপ্পি)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি

মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন

বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি

ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

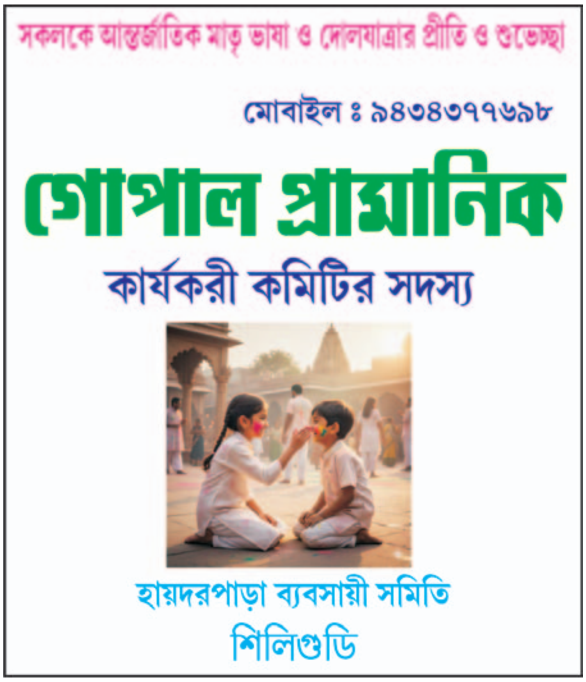
সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ও দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুডি

কিভাবে টিঁকে থাকবে বাংলা ভাষা

আশীষ ঘোষ

(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রতিবছরের মতো এবছরও মহান মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হবে। সারা বিশ্বের যেখানে যেখানে বাঙালি আছে সেই সব অঞ্চলে। সেদিন আমরা ভক্তিভরে স্মরন করবো সেই ভাষা শহিদদের যারা ঢাকার রাজপথে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার জন্য ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষনা করে। এই দিনে আমরা শহিদদের স্মরন করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা কিভাবে ভবিষ্যতে টিঁকে থাকবে সেই বিষয়ে যদি কোনো চিন্তাভাবনা না করি তাহলে শতাব্দীর শেষে অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাও প্রায় হারিয়ে যাবে। উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমেই ভাষা টিঁকে থাকে। একদিনের জন্য শহিদদের স্মরন করলে বাংলা ভাষার প্রসার হবে না। বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার কিভাবে বাড়ানো যায় যারজন্য এখন থেকেই আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে বছরে একদিন আলোচনা করবো। আর নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে বাংলা ভাষার প্রচার সম্পূর্নভাবে কমে যাবে এটা অবশ্যই কাম্য হতে পারে না। এখন দেখা যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে না পড়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছে। অভিভাবকরা তাদের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন না। বিশেষত শহরাঞ্চলে। এর ফলে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাংলা সংবাদপত্র , বাংলা সাহিত্য পড়ার অভ্যাস নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই কম। বাংলা চলচ্চিত্র এবং বাংলা সঙ্গীতও তাদের অনেকের কাছে সেরকম কোনো প্রভাব ফেলে না। অনেকেই বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে অজস্র ইংরেজি এবং হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেন। এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য একদিনের বাংলা ভাষার চর্চায় কিছু হবে না। সরকারি ও বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত স্তরে বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য সকলকে চেষ্টা করতে হবে। তারজন্য যেখানে সম্ভব অভিভাবকদের উচিত যেখানে যেখানে সম্ভব নিজেদের সন্তানদের বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করা। কারণ বাংলা ভাষা বর্তমানে কিছুটা কাজের ভাষা হয়েছে। রেল, ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় স্টাফ সিলেকশন কমিশন এবং আধা সামরিক বাহিনীর পরীক্ষায় বর্তমানে বাংলা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সমস্ত পরীক্ষাই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাতেই হয়। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের সমস্ত কাজকর্ম বাংলাতে করা উচিত। হিন্দি ভাষী রাজ্যগুলোতে রাজ্য সরকারের কার্যালয়গুলোর কাজকর্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দি ভাষাতেই হয়ে থাকে। তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেরকম হবে না কেন? পশ্চিমবঙ্গ এবং অপর বাংলা ভাষী রাজ্য ত্রিপুরাতে সকল সরকারি কাজকর্ম বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত। এবং সমস্ত নামফলকে এই দুই রাজ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা উচিত। বিয়ে , জন্মদিন প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার সময় বাংলা সাহিত্যের বইও উপহার দেওয়ার কথা ভাবা উচিত। বেশ কিছু বছর আগে সাহিত্যের বই উপহার দেওয়ার চল ছিলো। কিন্তু এখন এই প্রথা প্রায় নেই বললেই চলে। পশ্চিমবঙ্গে সকল সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে আবশ্যিক করা হোক। তাহলে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। একুশে ফেব্রুয়ারির বীর শহিদদের স্মরন করে বাংলা ভাষার ব্যবহার ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে এই আশা করে এখানেই শেষ করলাম।

রঙে ভক্তি, রঙে ঐতিহ্য-- দোল ও হোলির বহুমাত্রিক তাৎপর্য

নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

দোলযাত্রা ও হোলি শুধু একটি উৎসব নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক ঐক্যের এক অনন্য প্রকাশ। রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনের লীলাকথা থেকেই এই উৎসবের সূচনা। বৃন্দাবনের রঙের খেলা আজ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে আনন্দ, ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার বার্তা নিয়ে। বসন্তের আগমনের সঙ্গে দোলের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শীতের অবসান ও প্রকৃতির নবজাগরনের এই সময়ে গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুলের রঙ, কোকিলের ডাক-- সব মিলিয়ে চারদিকে সৃষ্টি হয় এক নব উদ্যমের পরিবেশ। তবে ঋতু পরিবর্তনের এই সময়েই হাওয়া-বাতাসে নানা রোগের প্রাদুর্ভাবও দেখা দেয়। প্রাচীন কালে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি আবীর ও গুলাল-- যেগুলি ফুল, চন্দন বা ভেষজ থেকে প্রস্তুত হোত-- তা শরীর ও মনে সতেজতা এনে দিতো এবং অনেকাংশে ঋতুজনিত সমস্যাও লাঘব করতো বলে মনে করা হয়। তাই আবীরের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে এক বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যগত তাৎপর্য।

দোল মানেই শুধু রঙের উল্লাস নয়, এটি ভক্তির উৎসবও বটে। বিশেষ করে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে দোল উৎসব এক অনন্য মহিমায় উদযাপিত হয়। কীর্তন, শোভাযাত্রা, রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা-- সবমিলিয়ে এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছোট থেকে বড়, সকলেই এই উৎসবে সামিল হন সমান উৎসাহে। বয়স্কদের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করার রীতি আমাদের ঐতিহ্যের অমূল্য অংশ, যা শ্রদ্ধা ও সংস্কারের প্রতীক। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিকতার দৌড়ে আমরা অনেক সময় এই মূল্যবোধগুলি ভুলতে বসেছি। আজ যখন আমরা নানা ঋতুচক্রের স্বাভাবিক ছন্দ ভুলে যাচ্ছি, তখন হোলি বা বসন্ত উৎসব আমাদের আবার প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়-- জীবনে রঙ থাকা জরুরি, আনন্দ থাকা জরুরি, এবং সবচেয়ে বড় কথা, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা প্রয়োজন।

এই বসন্ত উৎসব সবার জীবনে আনুক সুস্থতা, শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা। সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা-- রঙে রঙিন হোক জীবন, সবাই ভালো থাকুন।

অমর একুশ

অর্চনা মিত্র (বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

একুশ মানে সোনার বাংলার মুখর
আবেগ বিশ্ববন্দিত বাংলা ভাষার
গর্জে ওঠা একুশে বাঙালির শপথ
বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার
বাংলা ভাষার রক্তে লেখা বেদী
হাজারো শহিদের রক্তে বন্দিত প্রান
ইতিহাসের রক্তে লেখা নাম একুশে
ফেব্রুয়ারি ভাষা বাংলার বলিদান।
বাংলা ভাষার গভীর সঞ্চারে
বাংলা ভাষার উচ্চারন বঙ্গের শঙ্খধ্বনি,
সাঁঝের আজানের উচ্চারন।
মাতৃভাষার মর্মর ধ্বনি শুনি
অমর একুশ ভাষার বন্দিত বানী
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি
ভুলিতে পারি।

বসন্তের আগমন

কবিতা বনিক (মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

বছর শেষে আসে যে জন, সে অতি ভালোবাসারজন।
ঝেড়ে ফেলে পুরোন সব, করে নতুন বরনের আয়োজন।
মধুমাসে কিশলয়ের ঝিলমিলি নাচের তালে,তালে
খেলে যত মৌমাছি, প্রজাপতিরা ফুলে,ফুলে।
অশোক, পলাশ ,কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম টীকায় সে ব্রতধারীনি।
মর্মর ধ্বনিতে যে গান, তারই চরণের সে ধ্বনি।
আমের ডালে কচি পাতায় মুকুল জাগায় মোহ
কোকিলেরা কুহু তানে, তারে ভরে দেয় স্নেহ।
দক্ষিণা বাতাসে ভাসে প্রেম, নব নব সুরে গাঁথা।
প্রেমের মূর্তি ব্রতধারিনী, এসেছ গাইতে প্রেমের কথা।
হে ব্রতধারিনী, বছর শেষে উড়িয়ে ধুলোর উত্তরীয়,
রঙ ছড়িয়ে দিকে দিকে বসন্ত এসেছে, আমরা আনন্দিত।

শ্রীমায়ের বাণী সমূহ

“ভগবানের জন্য কোনো কাজ করা মানেই দেহের পরিশ্রম দিয়ে তাঁর পূজা করা। ”--শ্রীমা

“কেবল ভগবানের চাকরি ছাড়া আর কোনো চাকরিই আমাদের করবার নেই। ”--শ্রীমা

“ভগবানের কৃপার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে এবং সকল অবস্থাতে তাঁরই সাহায্য আকিঞ্চন করতে শেখা চাই, তাহলে দেখবে তাঁর কৃপায়কত অঘটন ঘটবে। ”--শ্রীমা

“পাহাড়ের পথে দুটি মাত্র দিক থাকে, উপরে ওঠবার দিক আর নিচে নামবার দিক, তুমি কোন দিকটাকে তোমার পিছনে রেখে চলছ তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। ”--শ্রীমা

“কামনাকে খুশি করার চেয়ে তাকে জয় করাতেই বেশি আনন্দ। ”--শ্রীমা

‘লোক-দেখানোর ইচ্ছা যাতে এসে পড়ে এমন সব-কিছু জিনিসকেই আমাদের যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে। ”---শ্রীমা

“নিজে ভিতর থেকে রাগকে তাড়ালেই ভয়ও আপনা থেকে সরে যাবে। ’’--শ্রীমা

“সবচেয়ে বেশি সাহসের কাজ হলো নিজের দোষ স্বীকার করা। ”--শ্রীমা

“হিংসা ও তার সঙ্গে কুৎসা করে কেবল তারাই যারা নিজেরা দুর্বল ও ক্ষুদ্র। তাদের উপর কোনো রাগ না করে করুনা করাই উচিত। ও-সব জিনিসকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে আমাদের কৃত নিশ্চয়তার আনন্দকে অব্যাহত রাখতে হবে। ”--শ্রীমা

“সুরুচিবোধ থাকাই কলাবিদ্যার কৌলীন্য”---শ্রীমা

“এই বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য জিনিসের কোনো শেষ নেই। নিজেদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাবো,ততই সেই সব পরমাশ্চর্য জিনিস আমাদের চোখে পড়তে থাকবে। ”---শ্রীমা

“আমিত্বকে ছাড়িয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। বাস্তব চেতনার ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিলেও আবার একবার সে বড়ো হয়ে দেখা দেয় আধ্যাত্মিক চেতনার রাজ্যেও। ”--শ্রীমা

“ধ্যানে বসলে প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু মিলে যায়,কারণ তার মধ্যে প্রত্যেক বারেই নতুন কিছু ঘটে। ”--শ্রী মা।

“দুজন মানুষ যখন ঝগড়া করে,তখন দুজনেরই ভুল থাকে। ”--শ্রীমা

“কে কতখানি মহৎ তা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা থেকেই বোঝা যায়। ”---শ্রীমা

“সরলতার মধ্যে বিশেষ এক অনির্বচনীয়সৌন্দর্য আছে। ”--শ্রীমা

শ্রী মা সম্পর্কে কিছু তথ্য

শ্রী মা এর পুরো নাম ব্লাঞ্চ রাচেল মীরা আলফাসা

জন্ম ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮, প্যারিস, ফ্রান্স।
প্রয়ান ঃ ১৭ নভেম্বর ১৯৭৩ (প্রয়ান ৯৫ বছর বয়সে), পুদুচেরি, ভারত।
সমাধি দেওয়া হয় ভারতের পুদুচুরিতেতে যা পন্ডিচেরী নামে খ্যাত।
প্রার্থনা, ধ্যান, আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রায় সারা জীবন কাটিয়েছেন।
তিনি তৈরি করেছেন প্রতিষ্ঠান শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, অরোভিল।

কৌস্তুভ বিশ্বাসের ছাদবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার গৌরব, আত্মত্যাগের স্মারক। আর তার পরেই আসে রঙের উৎসব-- দোল ও হোলি। ভাষার আবেগ আর রঙের উচ্ছ্বাস যখন একসূত্রে গাঁথা, ঠিক তখনই শিলিগুড়ির এস এফ রোডের এক ছাদে নীরবে ফুটে ওঠে আরেক রঙিন গল্প। সেই গল্পের কারিগর শিলিগুড়ি এস এফ রোড নিবাসী কৌস্তুভ বিশ্বাস।

বেশ কয়েকবছর ধরে নিজের বাড়ির ছাদেই তিনি গড়ে তুলেছেন এক সবুজ স্বর্গ। গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা সহ নানান রঙিন ফুলে ভরে ওঠে তাঁর ছাদবাগান। শুধু শখ নয়-- এ যেন তাঁর এক অন্তরের সাধনা। ব্যস্ত শহুরে জীবনের মাঝে এই বাগানই তাঁর মানসিক প্রশান্তির আশ্রয়।

কৌস্তুভবাবুর ছাদে প্রতিদিন ভোরে এসে বসে নানা পাখি। চড়ুই, শালিক, দোয়েল-- তাদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ। প্রকৃতির এই মেলবন্ধনে তিনি খুঁজে পান এক নির্মল আনন্দ। ভাষা যেমন আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, তেমনি সবুজ প্রকৃতি আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি-- এই বিশ্বাসই যেন প্রতিফলিত তাঁর প্রয়াসে।

সদ্য সমাপ্ত শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের পুস্প প্রদর্শনীতে কৌস্তুভ বিশ্বাসের পেশ করা গোলাপ, ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকা একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। দর্শনার্থী ও বিচারকদের প্রশংসায় ভেসেছে তাঁর পরিশ্রম ও সৃজনশীলতা। অনেকেই বলছেন-- শহরের বুকে এ এক অনুকরণীয় নজির।

কৌস্তুভ বিশ্বাস শুধু নিজের মধ্যেই এই সবুজ স্বপ্ন সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। কেউ যদি নিজের বাড়ির ছাদে বাগান গড়ে তুলতে চান, তিনি বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত। তাঁর মতে,“ একটি গাছ মানে শুধু একটি ফুল নয়-- একটি প্রাণ, একটি আশা, একটি ভবিষ্যৎ।” ভাষা দিবস আমাদের শিখিয়েছে আত্মমর্যাদার কথা, আর বসন্তের রং শিখিয়েছে জীবনের উচ্ছ্বাস। সেই দুইয়ের মিলনে কৌস্তুভ বিশ্বাসের ছাদ বাগান যেন হয়ে উঠেছে এক প্রতীক-- ভাষার মতোই বাঁচুক সবুজ, রঙের মতোই ছড়িয়ে পড়ুক সচেতনতা।

এই বসন্তে, ভাষার রঙে রঙিন হোক প্রতিটি ছাদ, প্রতিটি হৃদয়। কৌস্তুভ বিশ্বাসের সবুজ উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়ুক শিলিগুড়ির আকাশে আকাশে-- এটাই হোক একুশ ও দোলের প্রকৃত বার্তা।

ঈশ্বর যেন ধনবান থাকেন

অশোক পাল (ফুলবাগান, মূর্শিদাবাদ)

এ পৃথিবীর বুকে একটি শিশু জন্ম নেয়
মানুষ হিসাবে
আর শিক্ষিত জ্ঞানী পরিনত মানুষ
বিদায় নেয় কতনা পরিচয়
হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান বৌদ্ধ
কিম্বা ধর্মহীন---!
যে ভাষায় প্রথম মা ডাকে শিশু
যে ভাষায় শহীদের রক্তের দাগ
লাল হয় রাজপথ ---
যে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করে
আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস।
সেই বাংলা ভাষা আজ কোনঠাসা
ধর্মান্ধতার বিষ ঢুকেছে ভাষার পাতায়
বিশ্বজুড়ে তিরিশ কোটির বেশি বাঙালি
খন্ডে খন্ডে বিভক্ত,
এখন আর ভাষার জন্য নয়
ধর্মের মোহে খুন হয়
বাঙালির হাতে বাঙালি !
ভাষার জন্য নয় ধর্মের জন্য ধর্ষিতা হয়
অগণিত নারী !
পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি কেড়ে নেয়
কেউবা স্বধর্ম ত্যাগ করে ভিড়ে মিশে যায়
ধর্ম ইজ্জত বাঁচাতে বাকিরা দেশত্যাগ করে!
বাংলা ও বাঙালি ধর্মের অলীক সুখের
আশায়
অবনতির খাদে দিচ্ছে পাড়ি।
পাড়ায় পাড়ায় কতনা উপাসনালয়
ধনদৌলতের পাহাড় গড়েছে
ঈশ্বরের কি টাকার অভাব?
কোটি কোটি মানুষ দুবেলা খাবার পায় না
তবুও ধর্মের কি অপার মহিমা
ঈশ্বর যেন ধনবান থাকে !!

অশুভের পরাজয়, শুভ শক্তির জয়বার্তা-- হোলি ও গৌড় পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বার্তা শিলিগুড়ি ইসকন সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ হোলি ও বসন্ত উৎসবকে সামনে রেখে অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠার বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস। তিনি বলেন, পৌরানিক কাহিনীতে দস্যু হিরন্যকশিপুর বোন হোলিকা অসৎ উদ্দেশ্যে ঈশ্বরভক্ত প্রহ্লাদকে আগুনে দগ্ধ করতে চেয়েছিল।কিন্তু ভগবানের কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পায় এবং হোলিকা নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রমানিত হয়-- অন্যের সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করলে শেষ পর্যন্ত নিজেরই পতন অনিবার্য।

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস আরও বলেন, দোল ও হোলি কেবল রঙের উৎসব নয়, এটি অশুভ শক্তিকে বিদায় জানিয়ে শুভ , সত্য ও ভক্তির প্রতিষ্ঠার প্রতীক। মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে প্রেম, সৌহাদ্য ও ভক্তিভাব জাগ্রত করাই এই উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য।

তিনি স্মরন করিয়ে দেন, দোল পূর্ণিমা গৌড় পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। কারণ এই পবিত্র তিথিতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। ভক্তি আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি হিসেবে এই দিনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এই শুভক্ষনকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি ইসকনে নেওয়া হয়েছে একাধিক ভক্তিমূলক কর্মসূচি। নাম সংকীর্তন, পূজা, প্রসাদ বিতরন সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভক্তদের অংশগ্রহনে উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে। ইসকন সূত্রে জানা গিয়েছে, সকলের জন্যই এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে। অশুভের অবসান এবং শুভ শক্তির জয়--এই চিরন্তন বার্তাকেই সামনে রেখে হোলি ও গৌড় পূর্ণিমা উদযাপনে প্রস্তুত শিলিগুড়ি ইসকন।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ও দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
উৎসব উপহারে - নিত্য প্রয়োজনে
M. 9732480258
9735321269
কোণি ড্রেসেস
প্রোঃ বাবলি পাল
সুটিং-সার্টিং, ছাপা শাড়ি, ফ্যান্সি শাড়ি, তাঁত শাড়ি, চুড়িদার নাইটি, টি-শার্ট, জিনস প্যান্ট, রেডিমেড পোষাক, ধুতি, লুঙ্গি বিক্রেতা

ফুলবাগান,
পোঃ তালগাছি,
পিন - ৭৪২১৪৯
SBCO ইট ভাটার সামনে,
মুর্শিদাবাদ

একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রী মা-র আবির্ভাব তিথি--শ্রী অরবিন্দের সাধনায় আধ্যাত্মিক শক্তির অনন্য প্রতীক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রী মা-র আবির্ভাব তিথি। পন্ডিচেরীর শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত শ্রী মা কেবল একজন আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকই নন, তিনি ছিলেন শ্রী অরবিন্দের দর্শন ও সাধনার অন্যতম প্রধান সহযাত্রী।

শ্রী মা-র আসল নাম মিরা আলফাসা। ১৮৭৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের প্যারিসে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি প্রথম পন্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সক্ষাৎ করেন। পরবর্তীকালে ১৯২০ সালে স্থায়ীভাবে পন্ডিচেরীতে ফিরে এসে শ্রী অরবিন্দের সাধনা ও কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ অন্তরালে গেলে আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করেন শ্রী মা। তাঁর নেতৃত্বেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সুসংগঠিত রুপ পায় এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন।

শ্রী অরবিন্দের ইন্টিগ্রাল যোগ বা সমন্বিত সাধনার আদর্শকে সামনে রেখে শ্রী মা মানবজীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশ, শিক্ষা ও সেবামূলক কর্মকান্ডে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর উদ্যোগেই আশ্রমে গড়ে ওঠে শিক্ষাকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম। ১৯৬৮ সালে তাঁর প্রেরনায় প্রতিষ্ঠত হয় আন্তর্জাতিক নগরী অরোভিল , যা মানব ঐক্য ও শান্তির প্রতীক হিসেবে আজও বিশ্বজুড়ে সমাদৃত । বর্তমানে পৃথিবীর নানা প্রান্তে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শাখা বিস্তৃত। শ্রী অরবিন্দ ও শ্রী মা-র দর্শন আজও অসংখ্য মানুষের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরনার উৎস। এই আবির্ভাব তিথিকে সামনে রেখে পন্ডিচেরী নিবাসী বিশিষ্ট শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগী ও চিন্তাবিদ অশোক রায় শ্রী মা-কে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর জীবনদর্শন , মানবকল্যানে তাঁর ভূমিকা এবং শ্রী অরবিন্দের সাধনায় তাঁর অবিচ্ছেদ্য উপস্থিতির নানা দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শ্রী মা-র জীবন ছিলো আত্মনিবেদন, শৃঙ্খলা ও বিশ্বমানবতার সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রী মা-র আবির্ভাব তিথি শুধু একটি স্মরনীয় দিন নয়, এটি মানবচেতনার উৎকর্ষ, আত্মশুদ্ধি এবং বিশ্বশান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার এক অনুপ্রেরনার দিবস।